POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاَنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ
وَلَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ
وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ

‘ এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে (জীবন ও ধন) খরচ কর, এবং তোমরা স্বহস্তে নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না, এবং তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণগণকে ভালবাসেন।’
(আল-বাকারা: ১৯৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ وَعَلٰی عَبْدِهِ الْمَسِیْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 22
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 31 শে মে, 2018 15 রমযান 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যবৃন্দ হুযূর আনোয়ারের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং তাঁর যাবতীয় মহান উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ তা’লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের ‘আমাদের শিক্ষা ’ অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

জানিয়া রাখা উচিত যে, কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোন মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আমার শিক্ষা অনুযায়ী পূর্ণভাবে কাজ করে, সে আমার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যায় যাহার সম্বন্ধে খোদা তা’লার বাণীতে এই ওয়াদা রহিয়াছে যে, اِنِّیْ اُحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ

‘কিশতিয়ে নূহ’ পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দ্বিতীয় নিদর্শন প্লেগ। যেমন খোদা তা’লা বলিয়াছেনঃ

وَاِنْ مِّنْ قَرْیَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ یَوْمِ الْقِیٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا

অর্থাৎ এমন কোন জনপদ নাই যাহাকে আমরা কিয়ামতের পূর্বেই ধ্বংস করিব না অথবা উহাকে কঠোর আযাব দিব না।

(সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত-৫৯)

সুতরাং খোদা তা’লা পৃথিবীতে রেলপথও প্রবর্তন করিয়াছেন এবং প্লেগও পাঠাইয়াছেন যেন পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই সাক্ষী হয়। অতএব, তোমরা খোদার সাথে যুদ্ধ করিও না। খোদার বিরোধীতা করা বেকুফের কাজ। ইতিপূর্বে খোদা যখন আদমকে খলীফা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন ফেরেশতাগণ বাধা দিয়াছিল। কিন্তু খোদা কি তাহাদের বাধায় বিরত হইয়াছিলেন? এখন খোদা তা’লা দ্বিতীয় আদম সৃষ্টি করিবার সময় বলিলেনঃ

اَرَدْتُ اَنْ اَسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ اٰدَمَ অর্থাৎ ‘আমি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা করিলাম, তাই আমি এই আদমকে সৃষ্টি করিলাম।

এখন তোমরা কি খোদার ইচ্ছাকে রোধ করিতে পার? অতএব তোমরা কেন কল্পিত কেস্‌সা কাহিনীর আবর্জনা উপস্থাপন করিতেছ এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের পথ অবলম্বন করিতেছ না? নিজেকে পরীক্ষায় ফেলিও না। নিশ্চয় স্মরণ রাখিও, খোদা তা’লার ইচ্ছাকে রোধ করিতে পারে এমন কেহই নাই। এই ধরণের বিবাদ তাকওয়ার পরিপন্থী।

কিন্তু যদি ইহাতে কাহারও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে এই ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, যেমন আমি আমার কথা অনুসারী একটি সম্প্রদায়ের লোকদের প্লেগের রোগ হইতে রক্ষা পাইবার সুসংবাদ খোদা তা’লার নিকট হইতে ইলহামের মাধ্যমে পাইয়া তাহা প্রচার করিয়া দিয়াছি, তদ্রূপ যদি আপনারাও নিজেদের সম্প্রদায়ের হিতাকাঙ্খী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনারাও স্বীয় সমবিশ্বাসীদের জন্য খোদা তা’লার নিকট হইতে মুক্তিলাভের সুসংবাদ লাভ করুন যে, তাহারা প্লেগ হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং সেই সুসংবাদটি আমার ন্যায় বিজ্ঞাপনাদি দ্বারা প্রচার করিয়া দিন যেন লোকে বুঝিতে পারে, খোদা তা’লা আপনাদের সঙ্গে আছেন।

অপরদিকে খৃষ্টানদের জন্যই ইহা একটি উত্তম সুযোগ। তাহারা সর্বদাই বলিয়া থাকে যে, নাজাত কেবল যীশুতেই আছে। সুতরাং এখন তাঁহারও ইহা অবশ্য কর্তব্য যে, এই বিপদের সময় যেন তিনি খৃষ্টানদিগকে প্লেগ হইতে পরিত্রাণ করেন। এই সমুদয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহার কথা আল্লাহ্ তা’লা অধিক শ্রবণ করিবেন, উহাই গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে। এখন খোদা তা’লা প্রত্যেককে (সম্প্রদায়কে) সুযোগ দিয়াছেন, যেন তাহারা নিরর্থক বিতর্ক না করিয়া অধিক পরিমাণে নিজেদের কবুলিয়্যত প্রদর্শন করে যাহাতে প্লেগ হইতেও রক্ষা পায় এবং নিজেদের সত্যতাও প্রকাশিত হয়। বিশেষতঃ পাদরী সাহেবগণ যাহারা মরিয়ম পুত্র মসীহকেই ইহকাল ও পরকালে একমাত্র ত্রাণকর্তা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাহারা যদি আন্তরিকভাবে মরিয়ম পুত্রকে দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখন খৃষ্টানদের এই অধিকার আছে যে, তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহারা নাজাতের নমুনাটা দেখিয়া লয়। ইহাতে সম্মানিত সরকারেরও অনেক সুবিধা হইতে পারে যদি বৃটিশ-ইন্ডিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায় যাহারা নিজ নিজ ধর্মের সত্যতার উপর ভরসা রাখে, তাহারা আপন আপন সম্প্রদায়কে বাঁচাইবার এবং প্লেগ হইতে মুক্তি দিবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করে যে, নিজ নিজ আরাধ্য খোদার নিকট কিংবা তাহাদের অন্য কোন মাবূদ যাহাকে তাহারা খোদার স্থলবর্তী জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহার নিকট এই বিপদগ্রস্তদের জন্য শাফায়াত (মুক্তিপ্রার্থন) করে এবং তাঁহার নিকট হইতে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়া তাহা বিজ্ঞাপনাদি দ্বারা প্রকাশ করিয়া দেয় যেমনটি আমি করিয়াছি। এই কাজের মধ্যে সার্বিকভাবে সৃষ্ট জীবনের জন্য আপন ধর্মের সত্যতার প্রমাণ এবং সরকারকে সহায়তা দান এই সবকিছু রহিয়াছে। প্রজাগণ প্লেগের আপদ হইতে বাঁচিয়া থাকুক, ইহা ছাড়া সরকার আর কিছুই চান না; যে উপায়েই হউক, তাহারা যেন রক্ষা পায়।

পরিশেষে ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমার জামাতের যে সকল লোক পাঞ্জাব ও ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া আছে, আমার বিজ্ঞাপনে তাহাদিগকে আমি টিকা গ্রহণ করিতে নিষেধ করি না। যাহাদের সম্বন্ধে সরকারের স্পষ্ট আদেশ আছে, তাহাদের অবশ্যই টিকা গ্রহণ করা এবং সরকারের আদেশ পালন করা উচিত। এইরূপে যাহাদিগকে আপন ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যদি আমার প্রদত্ত শিক্ষার উপর সম্পূর্ণরূপে কায়েম না থাকে, তাহা হইলে তাহাদেরও টিকা নেওয়া উচিত, যেন তাহাদের পদস্খলন না ঘটে এবং তাহারা যেন নিজেদের নোংরা অবস্থার দরুন খোদার প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে মানুষকে ধোকা না দেয়।

যেই শিক্ষা পূর্ণরূপে পালন করিলে প্লেগ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে তাহা জানিবার জন্য হয়ত প্রশ্ন উঠিতে পারে। অতএব, নিম্নে সংক্ষেপে আমি উহা লিখিয়া দিতেছি।

শিক্ষা

জানিয়া রাখা উচিত যে, কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোন মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আমার শিক্ষা অনুযায়ী পূর্ণভাবে কাজ করে, সে আমার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যায় যাহার সম্বন্ধে খোদা তা’লার বাণীতে এই ওয়াদা রহিয়াছে যে, اِنِّیْ اُحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ অর্থাৎ ‘তোমার গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে যাহারা বাস করে, আমি তাহাদের প্রত্যেককেই রক্ষা করিব।’

এরপর আটের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

(অবশিষ্টাংশ)

হুযুর বলেন: যারা পনেরো বছরের উর্দ্ধে তাদের কাছে বন্ড সই করিয়ে নিন যে তারা ওয়াকফে নও থাকতে প্রস্তুত আর যখন এরা নিজেদের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করবে তখন এই মর্মে ফর্ম পূর্ণ করবে যে, আমরা পড়াশোনা শেষ করেছি এবং এখন যথারীতি জীবন উৎসর্গ করতে চাই। হুযুর বলেন: ওয়াকফে নওদের সিলেবাস লাজনাদেরকেও দিন। লাজনারা ওয়াকফাতে নওদের ক্লাস লাজনাদের মাধ্যমে নেওয়া হবে। সিলেবাস আপনাদেরই থাকবে, কিন্তু ক্লাস লাজনারা নিবে। লাজনাদের ক্লাস পুরুষরা নিতে পারবে না। আপনি এখন লাজনাদের প্রোগ্রাম দিন। আপনি এখনও পর্যন্ত তাদেরকে কোন প্রোগ্রাম দেন নি আর সিলেবাসও দেন নি। আপনি প্রোগ্রাম দিলে তবে এরা ক্লাসের আয়োজন করবে।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী অডিও-ভিডিও নিজের রিপোর্ট দিয়ে বলেন: আমরা একটি নতুন ওয়েব সাইটের উদ্বোধন করেছি এবং এতে প্রেস কনফারেন্স লোড করেছি। জুমার দিন অনুবাদের ব্যবস্থা এই বিভাগের মাধ্যমেই হয়েছিল। বর্তমানে এম.টি.এর ইন্টারন্যাশনাল টিমের সঙ্গে মিলে কাজ করছে।

ন্যাশনাল যিয়াফত সেক্রেটারীকে সম্বোধন করে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি যিয়াফত সেক্রেটারী। বর্তমানে আপনি খাদ্য প্রস্তুতের জন্য নরওয়ে থেকে রাঁধুনি এনেছেন। নিজের টিম গঠন করুন।

ন্যাশনাল জায়েদাদ সেক্রেটারী (সম্পত্তি বিষয়ক সেক্রেটারী) কে হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাতের যা কিছু সম্পত্তি রয়েছে তা এখানে কোপেনহেগন বা নাকসিকোয় রয়েছে। মসজিদ এবং মিশনের জন্য জমিও ক্রয় করা হয়েছে। এসবের তথ্য ও হিসাব নথিভুক্ত রাখুন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন: গত বছর আমাদের ওয়াদ ছিল ৭৪ হাজার ক্রোনার এবং আদায় ছিল ৮৬ হাজর ক্রোনার।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা কত ছিল? এর উত্তরে সেক্রেটারী মহাশয় বলেন, অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল ৩৮৯জন। ২০১৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩৩২ জন।

হুযুর বলেন: শিশুদেরকেও এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করুন। অনুরূপ লাজনা ও নাসেরাতদেরকেও সামিল করুন। অর্থের থেকে বেশি চাঁদার গুরুত্বকে তুলে ধরা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর চাঁদার বিষয়টি তখনই গুরুত্ব পাবে যখন আপনি ছোটদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করবেন। হুযুর আনোয়ার বলেন: নিজের চাঁদার মান বৃদ্ধি করুন।

ন্যাশনাল তাহরীক জাদীদ সেক্রেটারী নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন: আমাদের তাহরীকে জাদীদে চাঁদার প্রতিশ্রুতি ছিল এক লক্ষ সাতাশ হাজার ক্রোনার আর আদায় হয়েছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ক্রোনার। হুযুর বলেন: সঠিক ভাবে তাদেরকে স্মরণ করাতে থাকা উচিত ছিল। সেক্রেটারী সাহেব বলেন: চাঁদাদাতাদের সংখ্যা ছিল ৪৬৯জন।

ইন্টারন্যাল অডিটর সাহেব বলেন: আমি প্রতি মাসেই অডিটের কাজ শেষ করে ফেলার চেষ্টা করি। হুযুর বলেন: এখানে যে নির্মাণ কাজ হয়েছে এর জন্য কেন্দ্র থেকে কত টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে এবং টাকা কোথা থেকে এসেছে? এর উত্তরে অডিট সাহেব বলেন: আমার জানা নেই। হুযুর বলেন: আপনি ভাল অডিটর তো! কোথা থেকে অর্থ এসেছে সে কথাই আপনার জানা নেই।

উমুরে খারজা সেক্রেটারী সাহেবকে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি কি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। জনসংযোগ বৃদ্ধি করুন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। এখানে পাকিস্তানী সুশীল শ্রেণীর মানুষও আছেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। জন সংযোগের বড়ই অভাব। আজ এক সাংবাদিক বলছিলেন যে, কালকের অনুষ্ঠানে পাকিস্তানী অতিথিরা ছিলেন না। আপনাদেরকে সম্পর্ক ও যোগাযোগ বাড়াতে হবে।

হিসাব রক্ষক নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন: আমি যাবতীয় খরচের যথারীতি হিসেব রাখি।

ন্যাশনাল ওসীয়্যত সেক্রেটারী বলেন: মূসীদের সংখ্যা ৭৭জন আরও ছয়টি আবেদন পাঠানো হয়েছে। ৭৭-এর মধ্যে দুটি ওসিয়্যত বাতিল হয়েছে তাই মূসীদের সংখ্যা ৭৫জন। এদের মধ্যে ১৫জন আনসার, ২২ জন খুদ্দাম এবং ৩৮জন লাজনা।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, আমেলা সদস্যদের মধ্যে কয়জন মূসী রয়েছেন? হুযুর বলেন, আমেলা সদস্যদের মধ্যে যারা মূসী নন তাদেরকেও ওসীয়্যত করতে উদ্বুদ্ধ করুন। ওসীয়্যত আবশ্যক না হলেও হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) আবশ্যিকভাবে এর জন্য আহ্বান করেছেন।

হুযুর বলেন: জার্মানীতে যারা এমন স্থানে কাজ করত যেখানে মদ ও শুকুরের ব্যবসা হয়, তাদের বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তাদের কাছে চাঁদা নিবেন না। সেখানে কাজ করা তাদের বাধ্যবাধকতা হতে পারে তাদের কাছে জামাত চাঁদা নেওয়ার বিষয়ে বাধ্যবাধকতা নেই। যারা সেখানে কাজ করে তাদের জন্য বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে। এ বিষয়ে জামাত নিরুপায় নয়। শত শত মানুষের চাঁদা নিতে অস্বীকার করা হয়েছে। এতে আমীর সাহেব বলেন, আমাদের আয় কমে যাবে। হুযুর বলেন: নীতিই শেষ কথা, আপনি ওসীয়তের উপর জোর দিলে আপনার আয় কমবে না।

বছর শেষে যে হিসেব সামনে এসেছে সেই অনুসারে তিন চার লক্ষ ইউরো ঘাটতির পরিবর্তে দুই তিন লক্ষ উদ্বৃত্ত আয় হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমেলার চেষ্টা করুন যাতে সকলে মুসী হন। যদি ওসীয়তের শর্তাবলীর মানে উত্তীর্ণ না হন তবে সেই মানে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করুন।

ন্যাশনাল তরবীয়ত সেক্রেটার সাহেব রিপোর্ট পেশ করে বলেন: আমীর সাহেব কুরআন করীমের ক্লাস নেন, কুরআনের অনুবাদ পড়ান এবং সঠিক উচ্চারণের বিষয়েও শিক্ষা দান করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তরবীয়ত বিভাগের কাজ হল নামাযের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কুরআন করীমে অদৃশ্যের উপর ঈমান আনার পর নামায কায়েম করার আদেশ রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, এই মসজিদের মহল্লায় কতজন মানুষ থাকেন। এর উত্তরে সেক্রেটারী সাহেব বলেন: পাঁচ থেকে আট মাইলের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন থাকেন। হুযুর বলেন: জার্মানীতে মানুষ চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল সফর করে নামাযের জন্য আসেন। এখানে নামাযের অবস্থা বেশ খারাপ। আজকেও কম মানুষ এসেছে। যদি চল্লিশের কাছকাছি মানুষ থাকে আর এই দিনগুলিতেও তারা না আসে, তবে তো অন্যান্য দিনে দুই-তিন জনই হয়তো আসে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি যে খুতবায় নামাযের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, তার ফলে পরের দিন মসজিদে উপস্থিতির সংখ্যা বেড়ে ছিল না বাড়ে নি? বাড়ে নি হয়তো কিম্বা হয়তো খুতবাই শোনে নি আর বলেছে এটি তাদের জন্য যারা সামনে বসে আছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ক্লাসের আয়োজন করে কুরআন এবং এর অনুবাদ তো পড়ানো হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সুরা বাকারার তৃতীয় আয়াতের উপর আমল করছেন না। আনসাররা করছেন না, আমেলার সদস্যরা করছেন না। এমতাবস্থায় কুরআন করীম পড়ানো এবং এর অনুবাদ পড়ানো কি উপকারে আসবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি মূল জিনিসের প্রতিই আপনার মনোযোগ না থাকে তা বাকি থাকল কি? বা-জামাত নামাযের প্রতি বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। কুরআন করীম, হাদীস এবং খুতবা থেকে উদ্ধৃতি বের করে প্রতি সপ্তাহে প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দিন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যারা মসজিদ থেকে বেশি দূরে বাস করে, সেখানে দুই তিনটি পরিবার একত্রিত হয়ে নামায পড়ে নিন। এরফলে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। পূর্ব থেকেই যদি ভালবাসা থাকে তবে তার আরও বৃদ্ধি পাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: নামাযের অভ্যাস গড়ে তুললে বাচ্চাদের মধ্যেও অভ্যাস তৈরী হবে। মহিলারা অভিযোগ করে যে, পুরুষরা নামাযে যায় না। হুযুর আনোয়ার বলেন: অঙ্গ সংগঠনগুলি খুদ্দাম, আনসার এবং লাজনা যারা নিজের নিজের অনুষ্ঠান করে, তারা একত্রিত হয়ে একই দিনে পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন। আতফালদের পৃথক ব্যবস্থা হবে। এখন তো আপনাদের যথেষ্ট জায়গা আছে। কয়েকটি হলঘর রয়েছে। লাইব্রেরী রয়েছে। আপনারা সকলে একই দিনে নিজেদের অনুষ্ঠান করতে পারেন। এইভাবে গোটা পরিবার একই দিনে মসজিদে এসে যাবে। তখন আর এই ছুতো থাকবে না যে, কখনো আনসার, কখনো লাজনা আবার কখনো খুদ্দামদের অনুষ্ঠানের জন্য বার বার আসতে হয়। আমাদের এত খরচ বেড়ে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনার সাতটি মহল্লায় তরবীয়ত সেক্রেটারীকে সক্রিয় করুন। সেক্রেটারী তরবীয়ত এমন হবে যে ভালবাসার সঙ্গে কাজ করতে পারে। এর ফলে যাবতীয় অভিযোগ অনুযোগ দূর হবে। তাকওয়া না থাকার কারণেও অভিযোগ জন্ম নেয়।

জুমআর খুতবা

সম্প্রতি জামা'তের একজন পুণ্যাত্মা বুযূর্গ এবং আলেম জনাব উসমান চীনি সাহেবের ইন্তেকাল হয়েছে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন।

আল্লাহ্ তা'লা তাকে চীনের এক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নিজের বিশেষ তকদীরের অধীনে বের করে পাকিস্তানে আসার এবং আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দিয়েছেন।

তাঁর অবস্থা, জীবন বৃত্তান্ত এবং তার সেবা সম্পর্কে এত বেশি তথ্য রয়েছে যে, একটি বই লেখা সম্ভব। আমার মনে হয় খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তান এ কাজ ঠিকমত করতে পারে।

যাহোক এখন আমি এই দরবেশ প্রকৃতির মানুষ, জামা'তের বুযুর্গ, পুণ্যবান ব্যক্তি, ওয়াকফে জিন্দেগী, জামা'তের মুবাল্লেগ, সত্যিকার আলেম বরং পুণ্যবান আলেম এবং অলিউল্লাহ্ ব্যক্তির জীবনের কিছু স্মৃতিচারণ করব, যা ওয়াকফে জিন্দেগী এবং মুবাল্লেগদের জন্য বিশেষভাবে অনুকরণীয় আদর্শ আর সার্বিকভাবে সবার জন্য বা সব আহমদীর জন্য অনুকরণীয়।

শ্রদ্ধেয় মহম্মদ উসমান চু চাং শি সাহেব মরহুমের প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা এবং তাঁর জানাযা গায়েব।

হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত** ২৭ শে এপ্রিল, ২০১৮, **এর জুমুআর খুতবা (২৭ শাহাদত , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: সম্প্রতি জামা'তের একজন পুণ্যাত্মা বুযূর্গ এবং আলেম জনাব উসমান চীনি সাহেবের ইন্তেকাল হয়েছে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে চীনের এক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নিজের বিশেষ তকদীরের অধীনে বের করে পাকিস্তানে আসার এবং আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দিয়েছেন। খোদা তা'লা তার সাথে কেমন আচরণ করেছেন এবং তার আহমদীয়াত গ্রহণ, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন, জীবন উৎসর্গ করার পানে পথের দিশা দিয়েছেন এবং সামর্থ্য দান করেছেন- এ সংক্রান্ত নিজের স্মৃতিকথা ভিত্তিক তাঁর লেখা রয়েছে। তাতে বিশদভাবে এর ওপর তিনি আলোকপাত করেছেন। এখানে এর বিশদ বিবরণ তুলে ধরার সময় নেই, তিনি বিভিন্ন মানুষকে নিজের যেসব কথা বলেছেন এবং মানুষ তার সম্পর্কে কিছু কথা যা লিখেছে, তা-ও বিশদভাবে লেখা হয়েছে আর সেসব কথাও সবগুলো এখন বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অনেক ঈমানোদ্দীপক ঘটনা রয়েছে। তাঁর অবস্থা, জীবন বৃত্তান্ত এবং তার সেবা সম্পর্কে এত বেশি তথ্য রয়েছে যে, একটি বই লেখা সম্ভব। আমার মনে হয় খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তান এ কাজ ঠিকমত করতে পারে। যাহোক এখন আমি এই দরবেশ প্রকৃতির মানুষ, জামা'তের বুযুর্গ, পুণ্যবান ব্যক্তি, ওয়াকফে জিন্দেগী, জামা'তের মুবাল্লেগ, সত্যিকার আলেম বরং পুণ্যবান আলেম এবং অলিউল্লাহ্ ব্যক্তির জীবনের কিছু স্মৃতিচারণ করব, যা ওয়াকফে জিন্দেগী এবং মুবাল্লেগদের জন্য বিশেষভাবে অনুকরণীয় আদর্শ আর সার্বিকভাবে সবার জন্য বা সব আহমদীর জন্য অনুকরণীয়। বিভিন্ন মানুষ তার জীবনী সম্পর্কে যা লিখেছে, আমি যেমনটি বলেছি, পরবর্তীতে সংক্ষেপে কিছু উপস্থাপন করব।

উসমান চীনী সাহেব উসমান চীনী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার পুরো নাম হলো মুহাম্মদ উসমান চু চাং শি। তিনি ২০১৮ সনের ১৩ এপ্রিল তারিখে ইন্তেকাল করেন। তিনি ১৯২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বরে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন চীনের 'আন খুই' প্রদেশে। হাইস্কুলের পড়াশোনা শেষ করার পর ১৯৪৬ সনে 'নানচং' বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরের এ্যাডভান্স কোর্স করেন। এরপর 'নানচং' ন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা আরম্ভ করেন। রাজনীতিতে যেহেতু তার কোন আগ্রহ ছিল না তাই আইন, দর্শন এবং ধর্ম শিক্ষা অর্জনের চিন্তা করেন। প্রথমে তুরস্ক গিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা ছিল, পরে ১৯৪৯ সনে তিনি পাকিস্তান আসেন, নিজে গবেষণা করে বয়আত করেন এবং জামেয়ায় পড়ালেখা আরম্ভ করেন। ১৯৫৭ সনের এপ্রিল মাসে জামেয়া আহমদীয়া থেকে 'শাহাদাতুল আজানেব' পরীক্ষা পাশ করেন, এটি মুবাল্লেগদের একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স ছিল। ১৯৫৯ সনের ১৬ আগস্ট তিনি জীবন উৎসর্গ করেন আর ১৯৬০ সনের জানুয়ারিতে তিনি পদায়িত হন। এরপর মুবাল্লেগ কোর্স এর জন্য পুনরায় ১৯৬১ সনে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন আর ১৯৬৪ সনে শাহেদ ডিগ্রি অর্জন করেন। পাকিস্তানে ওকালতে তসনিফ, তাহরীকে জাদীদ রাবওয়া, এছাড়া করাচী এবং রাবওয়ায় ওয়াকফে জিন্দেগী হিসেবে জামা'তের কাজ করার সৌভাগ্য হয়। ১৯৬৬ সনে সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ায় কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন তিনি। সেখানে যান এবং প্রায় সাড়ে তিন বছর সিঙ্গাপুর আর চার মাসের কাছাকাছি মালয়েশিয়ায় অবস্থান করেন। ১৯৭০ সনে তিনি পাকিস্তান ফিরে আসেন। এরপর বিভিন্ন জায়গায় জামা'তের মুরব্বী হিসেবে কাজ করেন। ওমরা এবং হজ্জ করার সৌভাগ্যও হয়েছে তাঁর। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.)-এর হিজরতের পর যখন লন্ডনে বিভিন্ন বিভাগের সূচনা হয়, কাজ ব্যাপকতা লাভ করে, জামা'তি বই-পুস্তকের অনুবাদের কাজ বিস্তৃতি লাভ করে তখন চীনা ডেস্ক গঠন করা হয় এবং তাঁকে এখানে ডাকা হয়। ফলে বিভিন্ন বই-পুস্তকের চীনা ভাষায় অনুবাদের সামর্থ্য লাভ হয় তাঁর, যার মধ্যে কুরআনের চীনা ভাষায় অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জামা'তের বিশ্বাস এবং শিক্ষা সম্বলিত বইপুস্তকও তিনি লিখেছেন।

তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারে রয়েছে স্ত্রী, এক পুত্র এবং দুই কন্যা। কুরআনের চীনা ভাষায় অনুবাদের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.)-এর নির্দেশনা অনুসারে ১৯৮৬ সনে তিনি কুরআনের চীনা ভাষায় অনুবাদ আরম্ভ করেন। একই বছর জুন মাসে তাকে পাকিস্তান থেকে ইংল্যান্ডে ডেকে পাঠানো হয় এবং চার বছরের পরিশ্রমের পর অনুবাদের এ কাজ শেষ হয়। চীনী সাহেব নিজেই লিখেছেন যে, কুরআনের চীনা ভাষায় অুনবাদের কাজটি দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ কাজ ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.) এর পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল যে, আহমদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে তা ছাপা আবশ্যক। তাই যথাসময়ে কাজ সমাপ্ত হওয়া নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। যথাযথ ব্যক্তির সন্ধান করছিলাম অনুবাদের ভাষার মানোন্নয়ন এবং রিভিসনে সাহায্য করার জন্য। আর পাকিস্তান বা যুক্তরাজ্যে বসে এই কাজ করা খুবই কঠিন ছিল। যেমন- কেউ চীনা ভাষায় দক্ষ হলে ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে ছিল অনবহিত আর ধর্মের জ্ঞান থাকলে চীনা ভাষার মান যথাযথ ছিল না। খুবই কঠিন কাজ ছিল এটি। যাহোক অনুবাদের কাজ যখন সমাপ্ত হয় তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.)-এর নির্দেশে চীন এবং সিঙ্গাপুর গিয়ে চীনা ভাষার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এর মানোন্নয়ন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় চীনা

ভাষায় কুরআনে করীমের খুবই উন্নত মানের অনুবাদ প্রস্তু ত হয়েছে। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিজেই লিখেছেন, আমার জন্য এ কাজ সম্ভব ছিল না, শুধু খোদার ফযলে এ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, চীনা ভাষায় এর পূর্বেও কুরআনের কিছু অনুবাদ বিদ্যমান ছিল আর এর পরেও অনুবাদ হয়েছে, যার সংখ্যা তার চেয়ে বেশি, কিন্তু জামা'তে আহমদীয়ার অনুবাদের এক স্বতন্ত্র বিশেষত্ব রয়েছে যা অন্য কোন অনুবাদে দেখা যায় না আর এতে বিদ্যমান জামা'তের ধর্মীয় সাহিত্যের কল্যাণে এটি একটি অসাধারণ মাস্টারপিস। এটি প্রকাশিত হওয়ার পর চীন এবং অন্যান্য দেশের ভাষা বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে অনেক মন্তব্য এসেছে, যাতে এই অনুবাদকে সর্বোত্তম আখ্যা দিয়ে অসাধারণ সাধুবাদ জানানো হয়েছে। জামা'তের অনুবাদ অনেক জনপ্রিয় এবং এর চাহিদা অনেক বেশি। কিছু মানুষ আপত্তিও করে যে, এতে জামা'তী বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বা নিজেদের মনগড়া তফসীর করা হয়েছে। কিন্তু মোটের ওপর অনুবাদের মানকে সবাই উন্নতমানের আখ্যা দিয়েছে। চীনের এক অধ্যাপক লিন সাঙ্গ্ সাহেব, 'এই শতাব্দির চীনা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ' শিরোনামের একটি বই লিখেছেন যাতে আমাদের অনুবাদের কথা উল্লেখ করেছেন আর এই বইয়ের প্রায় পনের পৃষ্ঠা জুড়ে জামা'তে আহমদীয়ার চীনা ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ সম্পর্কে মন্তব্য রয়েছে। প্রফেসর সাহেব অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে আমাদের কুরআনের বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করেন। যেমন তিনি বলেন, সাধারণ আলেম যখন অনুবাদ করে তখন কিছু শব্দের অনুবাদ করে না বরং অনুবাদের জায়গায় মূল আরবী শব্দই লিখে দেয় বা টীকায় এর ব্যাখ্যা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন মনে হয় যেন সেই অংশ তাদের জন্য দুর্বোধ্য। অথচ উসমান সাহেবের অনুবাদের বিশেষত্ব হলো তিনি এমন জায়গার অনুবাদও করেন আর যে ভিত্তিতে অনুবাদ করেন তার সমর্থনসূচক রেফারেন্স টীকায় তিনি উল্লেখ করেন। প্রফেসর সাহেব লিখেন, আমি কুরআনের অনুবাদ সংক্রান্ত মন্তব্য লিখেছি। এরপর বেশ কয়েকবার উসমান সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাৎও হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে আমার মতামত হলো, তিনি খুবই সরল আহমদী, এটি একজন অ-আহমদী শিক্ষিত আলেম বা প্রফেসরের মন্তব্য, যিনি ইসলাম সম্পর্কে নিজেকে অথরিটি বা কর্তৃপক্ষ মনে করেন। তিনি বলেন, তিনি অর্থাৎ চীনী সাহেব একজন সরল, বিনয়ী, নিষ্ঠাবান, খাঁটি এবং শিক্ষার ওপর পুরো আন্তরিকতার সাথে আমলকারী ব্যক্তি। রমজানে আমি তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, উসমান সাহেব রোযা রাখেন, কুরআনকে শরীয়তের সর্বোত্তম গ্রন্থ মনে করেন। তিনি আরও লিখেন, যদিও এদের অনুবাদ এবং তফসীরের কোন কোন অংশ আমাদের চীনা সুন্নি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তবুও এ কথাকে কি অস্বীকার করা যেতে পারে যে, এ ব্যক্তি একত্ববাদে বিশ্বাসী, হযরত রসূলে করীম (সা.) কে ভালোবাসেন এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধের মান্যকারী?

(দৈনিক আল-ফযল, ১২ই মার্চ, ২০১২, পৃষ্ঠা: ৩, খণ্ড-৯৭)

চীনী সাহেব তার নিজের তত্ত্বাবধানে চীনা ভাষার যে সমস্ত বইপুস্তক প্রস্তত করেছেন সেগুলোর ইংরেজী শিরোনাম হলো- 'My life and ancestry' এটি চীনা ভাষায় লেখা। 'Introduction to morality' এটিও চীনা ভাষায় লেখা।এখানে সাতটি বই তার নিজের লেখা আর ৩৫টি বই তিনি তার তত্ত্বাবধানে অনুবাদ করিয়েছেন। এরপর 'An outline of Ahmadiyya Muslim Jama'at' এটি জামা'তের পরিচিতি।'Outline of Islam'এটি ইসলামের পরিচিতি। 'Fundamental questions and answers about Islam'এটি ইসলাম সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্ন। 'Islamic concept of Jihad and Ahmadiyya Muslim Jama'at' এটিও চীনা ভাষায় লেখা পুস্তক। 'Ahmadiyya Muslim comunity's contribution to the world' এটিও তিনি লিখেছেন মানব জীবনে ইসলাম এবং ধর্মের কী প্রয়োজন এ সম্পর্কে। এই হলো তার জ্ঞানগত কর্ম বা সেবা যা আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম।

তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তার স্ত্রী লিখেন, পাকিস্তান থেকে আমার জন্য উসমান সাহেবের সাথে বিয়ের প্রস্তাব যখন আসে তখন আমার পিতা বয়সের ব্যবধানের কারণে বিয়েতে সম্মতি দেন নি, তার স্ত্রী চীনের অধিবাসিনী। তিনি বলেন, আমার বয়স তখন ছিল কুড়ি আর উসমান সাহেবের বয়স ছিল পঞ্চাশের কাছাকাছি। আমার পিতা আমাকে বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত এই বিয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। এরপর আমার সামনে প্রস্তাব সংক্রান্ত পত্র রেখে দিয়ে বলেন, তুমি নিজেই সিদ্ধান্ত নাও। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, আমি বাইরের কোন দেশে অনেক বড় এক মাঠে খালি হাতে দাঁড়িয়ে আছি আর হঠাৎ এই ভাবনার উদয় হয় যে, আমার কী হবে? তখন কিছু দূরে সাদা পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে দেখি এবং একটি ধ্বনি আসে। আর তা হলো, 'তোমার সব অভাব এই ব্যক্তির মাধ্যমে মোচন করা হবে।' এই পত্র দেখার পর উসমান সাহেবকে আমি স্বপ্নে দেখি তিনি সাদা পোশাক পরিহিত আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন আর আমি শায়িত ছিলাম। পরে যখন উসমান সাহেবের ছবি আমাকে দেখানো হয় তখন আমি বুঝতে পারি যে, এই ব্যক্তিকেই আমি স্বপ্নে দেখেছি আর এভাবে এই বিয়ের প্রস্তাব আমি গ্রহণ করি। বাগ্দানের পর চার বছর কেটে যায়, পাসপোর্ট হচ্ছিল না, সেখানকার পরিস্থিতি ছিল খুবই প্রতিকূল। রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কারণে তার পাকিস্তান আসা কঠিন ছিল। তিনি বলেন, উসমান সাহেব স্বপ্নে দেখেন যে, মাও সেতুং-এর যখন মৃত্যু হবে তখন তার স্ত্রী আসবেন। আর মাও সেতুং, যিনি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন যুগের চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি অসুস্থও ছিলেন না, স্বাস্থ্যও ভালো ছিল আর খুবই সুখের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিলেন। যাহোক তিনি ভাবেন এটি তো দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ বিষয়। চীনী সাহেব মাও সেতুং-কে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত নেন, তিনি বলেন, আমি চিঠি পোস্ট করতে যাচ্ছিলাম, তখনই মাও সেতুং-এর মৃত্যুর সংবাদ আসে। তার স্ত্রী লেখেন, মাও সেতুং-এর মৃত্যুর কয়েক দির পরেই আমি পাসপোর্ট পেয়ে যাই আর এরপর আমি পাসপোর্ট নিয়ে আমার পিতার ঘরে আসি। যেদিন আমি ঘরে আসলাম সে রাতে প্রবল বৃষ্টি হয়। ইতিপূর্বে ভয়াবহ অনাবৃষ্টির যুগ চলছিল। আর সে রাতে এত বৃষ্টি হয় যে, জলপ্রবাহের কারণে মাটিতে গর্ত সৃষ্টি হয়ে যায়। এক অ-আহমদী প্রতিবেশী আমাকে বলেন, তুমি পূর্বে আসলে আমাদের এই অনাবৃষ্টি দূর হয়ে যেত। যাহোক চীন থেকে বের হওয়ার সময় আমার কাছে কিছুই ছিল না, শুধুমাত্র দুই জোড়া কাপড় ছিল যা উসমান সাহেবের ছোট ভাই আমাকে দিয়েছিলেন আর সোয়া সসের কয়েকটি কিউব ছিল। ১৯৭৮ সনের ১২ আগস্ট তারিখে আমি করাচী পৌঁছি, সেখানে চৌধুরী আহমদ মুখতার সাহেব নিকাহ্ পড়ান আর তিনি নিজে আমার ওলী নিযুক্ত হন। তৃতীয় দিন আমাদের চীনা দূতাবাসে যাওয়ার কথা ছিল, ট্রেনে চড়ে আমরা সেখানে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হই। তাতে পুরুষ এবং মহিলাদের পৃথক বসার ব্যবস্থা ছিল আর সিদ্ধান্ত হয় যে, যখন ট্রেন থেকে সবাই নেমে যাবে তখন স্টেশনে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। তিনি বলেন, কিন্তু এর পূর্বেই, আমি যেহেতু এখানে নতুন ছিলাম, যে বগিতে আমি বসেছিলাম সেই বগির সব যাত্রী নেমে যায় আর এটিই শেষ স্টেশন ভেবে আমি নেমে যাই। ট্রেন যখন পুনরায় যাত্রা করে তখন আমি মাত্র বুঝতে পারি, কিন্তু তখন পুনরায় ট্রেনে চড়া কঠিন ছিল কেননা ভিড় অনেক বেশি ছিল। যাহোক আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। একজন পুলিশ কর্মকর্তা আমাকে সেখানে পায়চারি করতে দেখে রেলওয়ে পুলিশের কাছে ডেকে নেয়, এরপর আমাকে চীনা দূতাবাসে পাঠিয়ে দেয়। আমার পরনে ছিল নেকাব এবং কোট, তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, আমি চীনের অধিবাসিনী। কেননা চীনের অধিবাসিনী কীভাবে বোরখা বা নেকাব পরিহিতা থাকতে পারে? তারা একটি চীনা পত্রিকা এনে বলেন পড়ে শোনাও, এরপর টেক্সির ব্যবস্থা করা হয়। যাহোক দীর্ঘ কাহিনী এটি আর কোনরকমে তিনি পৌঁছে যান। ট্যাক্সি চালক গন্তব্যের ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে তাকে সেখানে পৌঁছে দেয়। ট্যাক্সি চালক আশ্চর্য হয়ে বলে যে, আমি কখনো এমন কোন যুবতীকে ঘুরে বেড়াতে আর এভাবে আলাপ করতে দেখি নি। যাহোক তিনি বলেন, এই ছিল আমাদের জীবনে পথ চলার শুরু। উসমান সাহেব সম্পর্কে লিখেন যে, খুবই ভালো একজন স্বামী ছিলেন, বরং আমার আধ্যাত্মিক শিক্ষক ছিলেন। পাকিস্তান আসার পর তিনি সর্বপ্রথম আমাকে নামায শেখান। মসজিদে নামায পড়ার পর ঘরে এসে আমাকে সাথে নিয়ে বাজামাত নামায পড়াতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা আমাকে নামাযের আরবী শব্দ শেখাতেন। তিনি আমাকে একেকটি অক্ষর, একেকটি বাক্য শিখিয়েছেন এবং নসীহত করেছেন যে, তুমি এর অনুশীলন করতে থাক, ভুলে গেলে দোয়ার বই পাশে রাখ। ৬ মাসে তিনি আমাকে কায়দা পড়া শিখিয়ে দেন। এরপর তিনি আমাকে কুরআন পড়ানো আরম্ভ করেন আর একই সাথে অনুবাদও শিখিয়েছেন যেন আমার আগ্রহ বজায় থাকে। খুবই ধৈর্যশীল ছিলেন। অনেক গভীরে গিয়ে, দীর্ঘ দৃষ্টান্ত দিয়ে কোন বিষয় বোঝাতেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার বিষয়ে খুবই যত্নবান ছিলেন। তিনি তার মাকে চীন থেকে পাকিস্তান ডেকে আনেন এবং তার অনেক সেবা করেন। আমাদের জীবনে এমন সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন দিনে দুধের শুধু একটি বোতল ক্রয় করা সম্ভব হতো, তা-ও মাকে দিয়ে দিতেন। সফরে যেখানেই যেতেন, মাকে সাথে নিয়ে যেতেন। চীনী সাহেব মায়ের অনেক সেবা করেছেন। পুরো জীবনজুড়ে কাজের প্রতি তার

গভীর একাগ্রতা এবং ভালোবাসা ছিল। স্বাস্থ্য যখন ভালো ছিল প্রায়শ গভীর রাত পর্যন্ত জেগে কাজ করতেন বরং অনেক সময় কাজ করতে করতে সকাল হয়ে যেত। ঘরে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল সন্তানদের উত্তম তরবিয়ত করা, অন্যান্য ছোট ছোট জাগতিক কাজে কোন আগ্রহ ছিল না। নিজের খাবার এবং পোশাক আশাক খুবই সাদামাটা ছিল।

তাঁর বড় মেয়ে ডাক্তার কুররাতুল আইন লিখেন, আমার পিতার কিছু বিশেষত্ব ভাষায় বর্ণনা করা আমার জন্য কঠিন। তিনি খুবই স্নেহশীল, দয়াল এবং অক্লান্ত পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন যিনি সব সময় সুধারণা পোষণ করতেন। সব বিষয়ে আমাদের সব ভাইবোনদেরকে আর জামাতাদেরকেও আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। স্কুলের পড়াশোনায় আগ্রহ প্রকাশ করতেন, শিক্ষকদের মতামত জানার চেষ্টা করতেন যে, শিক্ষক কী বলেছেন? তিনি বলতেন, তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে এজন্য পাঠিয়েছেন এবং তোমাদের উদ্দেশ্য হলো তবলীগ করা, বিশেষ করে চীনাদের মাঝে তবলীগ করা। আর আমাদেরকে রীতিমত উপদেশ দিতেন যে, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক চরিত্র আর জ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি কর। প্রায়শঃ বলতেন, তোমাদের ব্যক্তিত্ব, কর্ম এবং আচরণ দেখে মানুষের মাঝে এই চেতনা জাগ্রত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তা বিদ্যমান, কেননা যে সব ছেলেমেয়েরা আল্লাহ্‌র সত্তায় বিশ্বাস রাখে তারা সেসব ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক উন্নত হয়ে থাকে যারা বিশ্বাস রাখে না। তিনি এই উপদেশও করতেন যে, যে কাজই তোমরা আরম্ভ করবে তা রীতিমত করতে হবে। শৈশবে কখনো বকাঝকা করেন নি, সব সময় স্নেহ এবং ভালোবাসার সাথে বোঝাতেন। যে বিষয়টিতে কঠোর হয়েছেন তা হলো নামায। রীতিমত নামায কেন পড়া হয় নি তা নিয়ে কঠোর হতেন। বরং অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য শৈশবে আমাদেরকে পাঁচবেলা মসজিদে নামায পড়ার জন্য নিয়ে যেতেন। ছুটিতে কোন না কোন বই দিতেন পড়ার জন্য, এরপর পরীক্ষা নিতেন। কুররাতুল আইন আরো বলেন, 'কিশতিয়ে নূহ' বইয়ের অনেক পুরোনো একটি কপি পড়ার জন্য দেন এবং একই সাথে বলেন, এটি পড়, এই বই-এর উর্দূ খুব একটা কঠিন নয় যতটা অন্য বই-এর উর্দূ কঠিন। তিনি আরো লিখেন যে, জামেয়ায় থাকাকালে 'কিশতিয়ে নূহ'-ই তিনি সর্বপ্রথম পড়েছিলেন। পর্দা সম্পর্কেও তিনি সতর্ক থাকতেন। তিনি বলতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন যাবে পর্দা করবে। যদি নেকাব খোলার বাধ্যবাধকতা থাকে তাহলে মেকাপ করবে না শুধু পড়াশোনার সময় নেকাব খুলবে। আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি অনুমতি দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শর্ত সাপেক্ষে পড়বে যে, পর্দা করতে হবে। আর ক্লাসে যদি নেকাব খুলতে হয় তাহলে মেকাপ যেন না থাকে। এরপর আবার পর্দা করবে।

ছোট মেয়ে মুনাযাও বলেন যে, তিনি সব সময় বলতেন, তোমাদের চাঁদ হাতে পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এভাবে চাঁদ না পেলেও তারকা তো পাবেই। লক্ষ্য সব সময় মহান হওয়া উচিত আর পাঁচ বেলার বাজামাত নামাযের পাশাপাশি তাহাজ্জুদের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। পানির ছিটা দিয়ে আমাদেরকে ফজর নামাযের জন্য জাগাতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের বইপুস্তক পড়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে পরম ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। সামান্য কিছু শুনেই বিরক্ত হয়ে যেতেন না। পিতামাতার জন্য এটি একটি অনুকরণীয় আদর্শ। সব সময় বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে যেসব সামর্থ্য দিয়েছেন তা কাজে লাগাও, নষ্ট হতে দিও না। আরো বলতেন, যে কাজই কর খোদার ইবাদতের মানসিকতা নিয়ে কর। আধ্যাত্মিক উন্নতির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলতেন, এটি সিঁড়ির মত বিষয় যাতে কখনো কখনো যাত্রা থেমে যায় কিন্তু একই সাথে আরো অধিক উচ্চতার দিকে পদচারণা হয়ে থাকে।

তিনি আরো লিখেন, তিনি আমাদেরকে সরলতা, বিনয় এবং অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতে শিখিয়েছেন। তিনি যখন ইসলামাবাদ জামা'তের প্রসিডেন্ট ছিলেন তখন সব ঘরের সেন্ট্রাল হিটিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। তখন তিনি নিশ্চিত করেন যে, আমাদের ঘরে এ কাজ যেন সবার শেষে হয়। তার ছেলে ডাক্তার দাউদ সাহেব বলেন, তিনি আমাকে বলেছেন, জামেয়ায় অধ্যয়নকালে তার বড় ভাই এবং পিতার মৃত্যু-সংক্রান্ত টেলিগ্রাম আসে তখন জামেয়ার পরীক্ষায় তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ভাবলেন যে, এই দুঃখজনক সংবাদও জামেয়ার পরীক্ষার মত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। এই চিন্তা করে তিনি যথাসময়ে পরীক্ষা দেন আর সময় নষ্ট করেন নি।

তার ছেলে লিখেন, চীনাদের মাঝে তাঁর তবলীগের প্রবল আগ্রহ ছিল। যে অনুষ্ঠানেই যেতেন সেখানে মানুষের সামনে আহমদীয়াতের পরিচিতি তুলে ধরতেন, বইপুস্তক বিতরণ করতেন। এমনকি তিনি যখন হুইল চেয়ারে আসতেন, অসুস্থ ছিলেন, হাঁটা সম্ভব ছিল না, হুইল চেয়ারের পকেটে বড় বড় বই রাখতে জোর দিতেন যাতে তা মানুষের মাঝে বিতরণ করা যায়।

তিনি পুনরায় বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন কখনো তার অফিসে গিয়ে কলম বা পেন্সিল নেওয়ার চেষ্টা করলে অফিসের কলম ব্যবহার করতে দিতেন না। আমার মাকে বলতেন, এর জন্য পৃথক কলম ক্রয় কর, তার কলমের প্রয়োজন রয়েছে। কোন সময় ফটোকপি করাতে হলে তিনি বলতেন, ঘর থেকে কাগজ নিয়ে এস এরপর মেশিনে ফটোকপি করে নিও। ছেলে দাউদ সাহেব পিতা সম্পর্কে আরো লিখেন, আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নামগুলো মুখস্থ করার জন্য তিনি নসীহত করে বলতেন যে, আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামগুলো মুখস্থ কর। চীনা ভাষায় একটি কবিতা লিখেছিলেন যাতে তিনি খোদার একশত গুণবাচক নামের প্রশংসা করেছেন। প্রতিরাতে তিনি এই কবিতা পড়তেন আর খেলার ছলে আমাদের ভাইবোনদের মাঝে তিনি খোদার গুণবাচক নাম মুখস্থ করার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতেন আর এরপর পুরস্কারও দিতেন।

কয়েক মাস বা দু'তিন মাস পূর্বে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন, জামাতা এবং পরিবারের সাথে। তার জামাতা লিখেন, তিনি আমাকে তিনটি কথা লিখে দেন যে, আমি তো কথা বলতে পারব না। প্রধানত আমার কাছে তার যা জিজ্ঞেস করার ছিল তা হলো, আমি দুর্বল তাই দাঁড়াতে পারব না, হুইল চেয়ারে বসতে হয়েছে, এজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। খেলাফতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল আর দ্বিতীয় কথা হলো, দোয়া করুন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যেন তবলীগ করতে পারি আর এর জন্য আমাকে অনুমতি দিন। তৃতীয়ত অফিসে যেতে পারি না তাই ঘরেই আমাকে আমার কাজ করার অনুমতি দিন। কাজের প্রতি গভীর একাগ্রতা ছিল। ঘরে থাকলেও কর্মবিমুখ বসে থাকতেন না বরং ঘরেও কাজ করতেন। তিনি যখন হজ্জে গিয়েছিলেন তখন তার জামাতাও সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, উসমান সাহেব তার দোয়ার আবেগকে চীনা ভাষায় এক কবিতায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তিনি তাকে বলেন, আমি আমার আবেগকে কবিতার রূপ দিচ্ছি, এর কারণ হলো, ভবিষ্যতেও যেন এ থেকে লাভবান হতে পারি। হজ্জে আমাদের গ্রুপের কয়েকজন একবার জনাব চীনী সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কী লিখছেন? তিনি সংক্ষেপে বলেন, আমি আমার চীনা জাতির জন্য দোয়া করছি, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে সত্যিকার ইসলামের পানে পথপ্রদর্শন করেন। সেই প্রশ্নকর্তারা গভীর বিস্ময় প্রকাশ করে যে, এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি যিনি এখন সাহায্য ছাড়া চলতেও পারেন না, তিনি কি না স্বজাতির হেদায়াত পাওয়া নিয়েই কেবল চিন্তিত।

চীনী সাহেব তার জীবনালখ্যে এক জায়গায় লিখেন, চীনে বুধইযম, কনফুশিয়াসইযম এবং তাওইযমের শিক্ষা পররস্পর মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। অনেক চীনী একই সময় তিনটি ধর্মের শিক্ষারই অনুসরণ করে; কিন্তু এ যুগে তারা এ তিনটি শিক্ষাকে একত্রিত করে নিজেরাই একটি ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে আর এই ধর্মে মানুষের নৈতিক অবস্থার দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। চীনী সাহেব লিখেন, তিনটি চীনা পত্রিকায় যখন আমার সাক্ষাৎকার ছেপেছে তখন মালয়েশিয়ার দায়েস্তা, এটি একটি নতুন সোসাইটি বা একটি নতুন ধর্ম, যারা আমার কাছে এ ইচ্ছা ব্যক্ত করে যে, আমি যেন ইসলামের নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখি যাতে করে তারা ইসলামের নৈতিক শিক্ষা অন্যান্য ধর্মের নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি একটা পত্রিকায় ছাপতে পারে। আমি এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি। এরপর চীনী সাহেবকে তারা উত্তর দেয় যে, ইসলাম সম্পর্কে এক অসাধারণ প্রবন্ধ আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন, আমরা আপনার প্রতি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আপনি নিরপেক্ষভাবে ইসলামের সত্যতা তুলে ধরেছেন। আপনার আলোচনা সূক্ষ্ম ও সুন্দর ছিল, তা থেকে বুঝা যায় যে, আপনি গভীর ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছেন। চীনারা এখন পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে অবগত নয়, এর কারণ হলো চীনা ভাষায় ইসলামের তবলীগ হয় নি। এখন আপনি ইসলাম প্রচারের জন্য সিঙ্গাপুরে এসেছেন। (তখন তিনি সিঙ্গাপুরে মুবাল্লেগ ছিলেন।) তাই এই সমস্ত

দেশে চীনাদের মাঝে ইসলাম বিস্তার লাভ করা এবং চীনাদের এটি থেকে আশিসমণ্ডিত হওয়া আবশ্যকীয় একটি বিষয়।

আগা সাইফুল্লাহ্ সাহেব তার সহপাঠি ছিলেন বা সমসাময়িক যুগে জামেয়ায় পড়তেন। তিনি লিখেন, তিনি আমার সহপাঠি ছিলেন। পূর্ণ যৌবনে তিনি পবিত্র পছন্দনীয় অভ্যাস এবং নেক আচার আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন। গভীর বিগলিত চিত্তে নামায পড়তেন, আকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করতেন, নফল ইবাদতে অভ্যস্ত ছিলেন, নফল পড়তেন, আল্লাহ্ তা'লার পবিত্রতার প্রশংসা এবং গুণগানের গভীর আগ্রহ রাখতেন। আহমদীয়াতের নেয়ামত লাভের জন্য আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন আর সব সময় গভীর ভালোবাসা, নিষ্ঠা এবং আত্মনিবেদনের আবেগ প্রকাশ করতেন। তিনি লিখেন, এটি সত্য সাক্ষ্য, ছাত্রজীবনে কোন কোন সময় অনেক চিন্তা ও দুঃখের কারণে তার অশ্রু ঝরে পড়ত। মা, ভাইদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ এবং তাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে বড় দুঃখ প্রকাশ করতেন আর বিগলিত চিত্তে আকুতি-মিনতির সাথে স্রষ্টার দরবারে তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে দোয়া করতেন। এই দৃশ্য এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার জন্য ঈর্ষনীয়। আগা সাইফুল্লাহ্ সাহেব লিখেন, এটি সত্য কথা যে, আল্লাহ্ তা'লার এই বান্দা পরীক্ষার যুগে যা চেয়েছিলেন আল্লাহ্ তা'লা তার নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতাকে গ্রহণ করেছেন আর আহমদীয়াতের কল্যাণে তাকে সবকিছু দিয়েছেন এবং অশেষ রহমতে তাকে সিক্ত করেছেন। বরং আল্লাহ্র সৃষ্টিও তার দোয়া গৃহীত হওয়ার সুফল থেকে লাভবান হয়েছে। তিনি বলেন, ছাত্র জীবনে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হযরত মৌলবী গোলাম রসূল রাজেকী, হযরত মৌলবী আব্দুল লতিফ ভাওয়ালপুরী, হযরত সাহেবযাদা আবুল হাসান সাহেব এবং অন্যান্য বুযুর্গের সাহচর্যে বসার, দোয়ার অনুরোধ করার এবং তা গৃহীত হওয়ার প্রমাণ দেখার তৌফিক আমার লাভ হয়েছে। তিনি লিখেন, আমি পুরো সাবধানতার সাথে নিজের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, ইবাদতে আকুতি-মিনতি, দোয়ায় বিগলন আর দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এই সম্মানিত প্রবীণদের ছাপ শ্রদ্ধেয় উসমান চীনি সাহেবের সত্তায় বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেন, আমিও অনেক সময় ব্যক্তিগত বিষয়ে তার দোয়া গৃহীত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তিনি আরো লিখেন, তিনি সব সময় আমাকে এবং আমার সঙ্গী-সাথীদের দোয়ার নসীহত করতেন। তিনি খুবই বিচক্ষণ এবং মু'মিনসুলভ অন্তর্দৃষ্টি রাখতেন। জামা'তী প্রশাসনিক বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক ছিলেন, নিজেও জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, আর যারা তার সাথে সাক্ষাৎ করত তাদেরকেও সব সময় এর নসীহত করতেন। খিলাফতের প্রতি পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভালোবাসা রাখতেন এবং খিলাফতের অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। যখনই কেউ তার কাছে দোয়ার অনুরোধ করত তিনি জিজ্ঞেস করতেন খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে দোয়ার অনুরোধ করেছেন কি?

যুক্তরাজ্যের ইসলামাবাদ জামা'তের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার রিজওয়ান সাহেব বলেন, নামাযের প্রতি তার ভালোবাসার অবস্থা হলো, শেষের কয়েক বছর ঘর থেকে মসজিদ যেতে তার বেশ কয়েক মিনিট সময় লেগে যেত, যা মাত্র কয়েক মিনিটের রাস্তা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকবার তাকে নিঃশ্বাস নিতে হতো, তা সত্ত্বেও আমি তাকে নামায জমা করতে দেখি নি। একবার যখন মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময় অনেক কম ছিল আমি নিবেদন করলাম আপনি ঘরে না গিয়ে মসজিদে এশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন বা জমা করে নিতে পারেন তখন তিনি বলেন, হাঁটলে ব্যায়াম হয় আর মসজিদ থেকে ঘরের দূরত্ব অতিক্রমের পুণ্যও লাভ হয়, তাই আমি এখানে অপেক্ষা না করে ঘরে চলে যাই।

রশিদ বশীর উদ্দিন সাহেব আবুধাবি থেকে বলেন, তার দোয়া থেকে আহমদী অ-আহমদী সবাই কল্যাণমণ্ডিত হতো। তিনি যখন করাচীতে ছিলেন তখন ড্রেগ রোডে অবস্থানকালে অ-আহমদী নরনারী চীনি সাহেবের কাছ থেকে ব্যক্তিগত এবং অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ নিত আর এই সাক্ষ্য দিত যে, তার পরামর্শ অনুসরণের ফলে এবং চীনি মৌলভী সাহেবের মাধ্যমে দোয়া করানোর পর তাদের বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সারকথা হলো, করাচির ড্রেগ রোডের প্রসিদ্ধ চীনা মৌলভী ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য কল্যাণকর সত্তা ছিলেন আর অশেষ ভালোবাসা বণ্টন করেছেন। তিনি যুক্তরাজ্যে চলে যাওয়ার পরও বহুকাল পর্যন্ত অ-আহমদীদের স্মৃতিপটে তিনি বিচরণ করতেন।

তিনি বলেন, আমি এও দেখেছি যে চীনি সাহেব মায়ের অনেক সেবা করতেন। অনেক সময় মা রেগে বকা দিলে তিনি মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতেন, তার চাহিদা পূরণ করতেন, আর এতটা তন্ময় হয়ে যেতেন যে, ভুলে যেতেন যে কেউ দেখছে। মায়ের প্রতি তার স্নেহ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল অসাধারণ।

কিরগিজস্তানের তাকমুক জামা'তের সদস্য মজানুভ মুহাম্মদ সাহেব লিখেন, উসমান চৌ সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাৎ ১৯৯৪ সনে এক বিমানে হয়। প্রথম দিকে আমি অনুমান করতে পারি নি যে, তিনি মুসলমান বা জামা'তে আহমদীয়ার একজন আলেম, কিন্তু আমরা যখন বিমান টেক অফ করতে লাগল, তখন তিনি বিসমিল্লাহ্ পড়েন। এরপর আমি বুঝতে পারি যে, তিনি মুসলমান। কিছুক্ষণ পর আমি তাকে সালাম করি, আমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হই, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে জানেন? আমি বলি, না, আমি জানি না। এরপর তিনি আমাকে বলেন, আপনি কি কখনও কুরআনের চীনা ভাষায় অনুবাদ পড়েন? আমি উত্তর দিই, হ্যাঁ পড়ি। তিনি বলেন, চীনা ভাষায় কুরআনের কয়টি অনুবাদের কথা আপনি জানেন? আমি বলি, এখন যতগুলি অনুবাদ রয়েছে আমি সব কটি পড়েছি এবং পড়ছি। উসমান সাহেব বলেন, যেসব অনুবাদক চীনা ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেছেন আপনি কি তাদেরকে চিনেন? তিনি বলেন, আমি সবাইকে জানি। উসমান সাহেব বলেন, এসব অনুবাদকের মধ্যে একজন অনুবাদকের নাম হলো উসমান চৌ, আপনি কি তাঁর সম্পর্কে জানেন? আমি বলি, হ্যাঁ, আমি তার সম্পর্কে জানি, তবে তার অনুবাদ আমি এখনো পড়ি নি আর তার সাথে সাক্ষাৎও হয় নি। তিনি বলেন, আপনি উসমান চৌ-কে কীভাবে চিনেন? আমি বলি, আমি এটিই জানি যে, তিনি একজন আলেম, কুরআনের চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছেন, কিন্তু তাকে আমি কখনো দেখি নি। তখন চীনি সাহেব বলেন, আমি-ই উসমান চৌ। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, উসমান চৌ সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাৎ হচ্ছে। তিনি আমাকে তার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দেন। অস্থায়ীভাবে যেখানে অবস্থান করছিলেন সেই অস্থায়ী ঠিকানা দেন, আমিও তাকে আমার নম্বর দিই। দু'একদিন পর আমার কাছে চীনি সাহেবের ফোন আসে যে, আপনার বাড়িতে এসে আপনার সাথে দেখা করতে চাই। আমি ভাবতেও পারতাম না যে, এত বড় মাপের একজন আলেম আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আমার বাসায় আসবেন। আমি তাকে আমার বাসায় স্বাগত জানাই। তার সাথে দুইজন পাকিস্তানী বন্ধুও ছিলেন। আমরা দশ মিনিট পর্যন্ত আলোচনা করি। এরপর উসমান চৌ সাহেব আমাকে একটি রেস্টুরেন্টে আমন্ত্রণ জানান। আমি বলি, আপনি মেহমান, আমার উচিত আপনাকে নিমন্ত্রণ করা। তিনি বলেন, না আপনি ছাত্র আর আমি বড় এবং আপনার পিতামাতা তূল্য মানুষ, তাই আমার উচিত আপনাকে সাহায্য করা। এরপর আমরা রেস্টুরেন্টে যাই এবং খাবার খাই, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এভাবে একদিন সেন্ট্রাল ব্যাংকের বিল্ডিং-এ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। সেখানে তার বাসায় আমি তার সাথে কথা বলি। উসমান চৌ সাহেব আমার সাথে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু, খতমে নবুওয়ত, ইয়াজুজ-মাজুজ, জ্বিন, ইমাম মাহদী আর একইভাবে কুরআন-হাদীস সংক্রান্ত প্রশ্ন করেন। আমি তাকে সেই উত্তরই দিই যা সচরাচর গতানুগতিকভাবে মুসলমানরা দিয়ে থাকে। উসমান চৌ সাহেব মুচকি হাসেন, এরপর সেই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাকে জানান। আমি কী বলব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না! আমার ওপর এসব উত্তরের গভীর প্রভাব পড়ে। এভাবে তিনি আমাকে কুরআনের অনুবাদ এবং আরো কিছু বই উপহারস্বরূপ দেন আর বলেন, এগুলো পড় এবং আমাকে লিখবে ও বলবে যে, এসব বই পড়ে তোমার কেমন লেগেছে। যাহোক এসব বই আমি পড়ে আমার চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। তখনও বয়আত করার কথা আমি জানতাম না। পরবর্তীতে আমি বয়আতও করি। তিনি আরো লিখেন, আমি এ কথাকে সব সময় সম্মানের কারণ মনি করি যে, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব এবং ইসলামের সত্যিকার জামা'তের জ্ঞান আমি লাভ করেছি।

দোয়া গৃহীত হওয়ার বিভিন্ন ঘটনা মানুষ লিখে পাঠিয়েছেন। সাদ সাহেব লিখেন, একবার আমরা ট্রেনে করে রাবওয়া থেকে করাচি সফর করছিলাম, ষাটজন শিশু সঙ্গে ছিল। রাবোয়ায় আতফালদের কোন অনুষ্ঠান ছিল। রাস্তায় আমরা বাজামা'ত নামায পড়ি, এতে অ-আহমদীরা জেনে যায় যে, এরা আহমদী, তখন মৌলবীরা বগিতে বক্তৃতা আরম্ভ করে যে, এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও। আমরা অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম। উসমান চীনি সাহেবও সঙ্গে ছিলেন। নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত

ছিল। উসমান চীনি সাহেব বলেন, আমাকেও কোন দায়িত্ব দাও। আমি তখন তাঁকে বলি, আপনি ওপরে বসে দোয়া করুন। মৌলবীদের পরিকল্পনা ছিল যে, মুলতানে পৌঁছে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব আর মারধর করব। তিনি বলেন, মুলতান পার হয়ে ট্রেন এগিয়ে যায় আর মৌলবীর পক্ষ থেকে নীরবতা পরিলক্ষিত হয়। গিয়ে দেখি, সেই মৌলবী ঘুমিয়ে আছে। তার মুলতানে নামার কথা ছিল কিন্তু সে এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়ে যে, মুলতান স্টেশন পার হয়ে যায়, কিন্তু তার চোখ খুলে নি এবং পরবর্তী স্টেশনে গিয়ে সে নামে। তিনি বলেন, আর এভাবে আমরা রক্ষা পাই।

অনুরূপভাবে আদনান জাফর সাহেব বলেন, স্বরাষ্ট্র দফতরে আমার কাজ আটকে ছিল। আমার পাসপোর্ট চাইলে স্বরাষ্ট্র দফতর বলত যে, আপনার ইউকের কোন রেকর্ড আমাদের এখানে নেই। চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে যেতে থাকি তিন-চার মাস পর্যন্ত, অবশেষে নিরাশ হয়ে পড়ি। একদিন ইসলামাবাদে চীনি সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়, নামায পড়ে তিনি ঘরে ফিরেযাচ্ছিলেন। আমি আমার পাসপোর্ট-সংক্রান্ত সমস্যার কথা তাকে বলি, তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে দোয়া করেন আর এত বিগলিত দোয়া ছিল এবং এমন আহাজারির সাথে দোয়া করেন যে, আমি ভয় পেয়ে যাই। আমি ভাবি, আমার জন্য তিনি এভাবে দোয়া করছেন! অনর্থক আমি তাকে কষ্ট দিয়েছি, তখন আরো কিছু মানুষ দোয়াতে যোগ দেয়। পরের দিন আমার উকিল যখন স্বরাষ্ট্র দফতরে ফোন করে, সেখানে কেউ ফোন ধরছিল না, অনেকক্ষণ রিং হওয়ার পর সেখানকার ডাইরেক্টর সে পথে যাওয়ার সময় ফোন উঠালে উকিল তাকে সমস্যার কথা জানায়। তখন ডাইরেক্টর বলেন, ঠিক আছে, তাকে সকালে আমার সাথে অফিসে এসে দেখা করতে বল। আমি অফিসে যাই, তার নাম ছিল মি. রিচার্ড। আমি যখন রিসিপশনে যাই আর বলি, রিচার্ড সাহেবের সাথে দেখা করব তখন রিসিপশনে যিনি ছিলেন তিনি বলেন, তিনি অনেক বড় অফিসার, তিনি কীভাবে তোমার সাথে দেখা করতে পারেন? আমাকে বল তোমার কাজ কী? আমি বলি, না তিনি আমাকে ডেকেছেন। রিচার্ডকে সংবাদ দেওয়ার জন্য কেউ প্রস্তুতই ছিল না। অবশেষে এক ব্যক্তি সম্মত হয়। সে গিয়ে সংবাদ দিলে মি. রিচার্ড স্বয়ং তার অফিস থেকে এসে তাকে সাথে করে তার কক্ষে নিয়ে যান, নিজের কম্পিউটারে পুরো রেকর্ড সন্ধান করেন, এরপর সেক্রেটারীকে ডাকেন আর চিঠি দেন যে, এর পাসপোর্ট ইস্যু করা হোক। এরপর তাকে বিদায় জানাতেও এগিয়ে আসেন। সমস্ত কর্মচারী তাকিয়ে ভাবছিল যে, কে এই বিদেশী বড় লোকটি যাকে বিদায় জানানোর জন্য এত বড় কর্মকর্তা স্বয়ং এসে দরজা খুলে বিদায় দিচ্ছেন? তিনি বলেন, আমার তখন যে অবস্থা ছিল তা হলো, আমি ভাবছিলাম এটি উসমান চীনি সাহেবের বিগলিত চিত্তের দোয়াই ছিল যা চার মাসের আটকে থাকা কাজ একদিনেই করিয়ে দিয়েছে আর শুধু একদিনেই করা-ই নয় বরং সবচেয়ে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার হাতে এই কাজ হয়েছে।

অগণিত ঘটনা রয়েছে। পূর্বেই বলেছি যে, সবগুলো বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তার নিকটজনের কয়েকটি ঘটনা এখনবর্ণনা করছি। মুরব্বী সিলসিলাহ্ সৈয়্যদ হুসেন আহমদ সাহেব লিখেন, আমাদের সাপ্তাহিক মিটিং হতো। মুরব্বীদের কাছে বাহন ছিল না, বাসে করে যেতাম, গভীর রাত পর্যন্ত মিটিং হতো। এরপর আমরা আমেলার কোন না কোন মেম্বারের সাথে যাওয়ার কথা ভাবতাম বা অপেক্ষায় থাকতাম কিন্তু উসমান সাহেব কখনো অপেক্ষা করেন নি, পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে পড়তেন, হয় রাস্তায় বাস পেয়ে যেতেন বা কোন না কোন বাহন তাকে নিয়ে যেত। মিশন হাউজের যে জায়গায় তিনি থাকতেন সেখানে জায়গা এত স্বল্প ছিল যে, তিনি আমাদের যখন আমন্ত্রণ জানান, আমরা জিজ্ঞেস করি, আপনি কোথায় থাকেন? তিনি বলেন, এটিই সেই কামরা যা আসলে মহিলাদের হল। মহিলারা নামায পড়তে আসলে আমরা আমাদের জিনিসপত্র গুটিয়ে নিই। এটিই আমাদের ঘুমানোর জায়গা, খাওয়ার জায়গা, এটিই সব কিছু। খুবই বিনয়ের সাথে ছোট্ট একটি জায়গায় তিনি থাকতেন।

রশীদ আরশাদ সাহেব, তার সাথে দীর্ঘ দিন চীনা ডেস্কে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, ৩৩ বছর তার সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তার বিশেষত্ব তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, নিয়মিত বাজামা'ত নামায আর ইবাদতের প্রতি তার গভীর আগ্রহ আমাদের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ছিল। ঝড়-বৃষ্টি, তুষারপাত যা-ইহোক না কেন, বাজামা'ত নামাযের জন্য রীতিমত মসজিদে আসতেন। আমরা তাকে এই অবস্থায়ও দেখেছি যে, বার্ধক্যের কারণে খুবই দুর্বল ছিলেন, ইসলামাবাদ থেকে বাড়ি (আসার ঘটনা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) কয়েক মিনিটের দূরত্ব পনের-বিশ মিনিটে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে অতিক্রম করতেন কিন্তু মসজিদে অবশ্যই আসতেন। তাহাজ্জুদে খুবই নিয়মিত ছিলেন। একদিন আমরা দীর্ঘ সফর করে চীনের একটি এলাকায় যাই, সেখানে স্থানীয় আহমদীদের সাথে গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা হতে থাকে, তাই আমি ভেবেছিলাম তাহাজ্জুদের জন্য ওঠা কঠিন হবে কিন্তু সকালে উঠে দেখি চীনি সাহেব তাহাজ্জুদ পড়ছেন। যদিও সংক্ষিপ্ত তাহাজ্জুদ পড়েছেন কিন্তু তাহাজ্জুদ বাদ দেন নি। চীনি সাহেব নিজেও এটি লিখেছেন আর বর্ণনা করেছেন যে, চীন থেকে রাবওয়ায় আসার পর দেখি যে, রাবওয়ার পুণ্যবান ব্যক্তিরা কত আকুতি-মিনতির সাথে তাহাজ্জুদ পড়েন, রোযা রাখেন, এতেকাফ করেন, দোয়া করেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের দোয়া গ্রহণও করেন। তার ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে আর তিনি সংকল্পবদ্ধ হন যে, আমিও এসব পুণ্যবানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পথনির্দেশনা তিনি লাভ করেন। হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন সাহেব (রা.), হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)-এর মত বুযূর্গদের সাহচর্য তার লাভ হয়। মৌলানা গোলাম রসূল রাজেকি সাহেব, হযরত মুখতার আহমদ সাহেব শাহজাহানপুরী, হযরত মুহাম্মদ ইব্রাহীম বাকাপুরী সাহেব, সৈয়দ ওলীউল্লাহ শাহ্ সাহেব প্রমুখদের সাহচর্য থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতেন। আল্লাহ্ তা'লা এসব পুণ্যবানদের সাহচর্যের কল্যাণে তার ব্যক্তিত্বকে আরো প্রস্ফুটিত করেন আর খোদার সাথে তার সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়।

তিনি বলেন, তবলীগের জন্যও তিনি গভীর আবেগ উচ্ছ্বাস রাখতেন। সাধারণত তিনি শান্ত প্রকৃতির ও মিতবাক মানুষ ছিলেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যখন তবলীগ আরম্ভ হতো তখন তার মাঝে অসাধারণ তেজ ও উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হতো, ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করতেন। অনেক সময় ফোনে আলোচনা আরম্ভ হলে সময়ের চেতনাই হারিয়ে যেত, ঘন্টার পর ঘন্টা কথা হতো। আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি লাভ করেছিলেন। তিনি বলতেন, আমাদের পিতা খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। আমাদের গ্রামে কোন হোটেল ছিল না, আমাদের পিতা বলতেন যে, আমাদের বাসা-ই হোটেল। আতিথেয়তায় তার স্ত্রীও চীনি সাহেবকে পুরোপুরি সঙ্গ দিতেন। সবার আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

তিনি যতই ক্লান্ত হোন না কেন, একবার গভীর রাত পর্যন্ত মিটিং করার পর গাড়িতে বসতে গেলে কেউ বলে যে, আমার বাসা কাছেই, সেখানে চলুন। রশীদ সাহেব বলেন, আমাদের ধারণা ছিল তিনি না বলবেন, কিন্তু তিনি সেই ব্যক্তির বাসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেই ব্যক্তি বাড়িতে গিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করাও আরম্ভ করে, আমরা বেশ কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করি এবং রাত প্রায় ১টার দিকে যাত্রা করি। তা সত্ত্বেও তিনি সেই ব্যক্তিকে না বলেন নি বা এটি বলেন নি যে, তাড়াতাড়ি কর, আমাকে ফিরে যেতে হবে।

একইভাবে জামা'তের মুরব্বী নাসীর আহমদ বদর সাহেব লিখেন, যখন চীনা ভাষা শেখার নির্দেশ প্রাপ্ত হই তখন তার সাথে আমার যোগাযোগ হয়। চীনের অনেক এলাকায় গিয়ে তবলীগের সুযোগ হয়। সে সময় উসমান চীনি সাহেবের খুবই উপকারী মতামত ও পরামর্শ আমি লাভ করেছি। পত্রের মাধ্যমে তিনি আমাকে সেখানে দিকনির্দেশনা দিতেন। তিনি বলেন, সহস্র সহস্র চীনিকে মৌখিকভাবে, বইয়ের মাধ্যমে এবং ফোল্ডার বা লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বার্তা পৌঁছানোর সৌভাগ্য হয়। প্রায় সর্বত্র উসমান চীনি সাহেবের উল্লেখ খুবই সুন্দরভাবে হয়, যিনি চীনে ইসলামের অনেক বড় আলেম গণ্য হন। বদর সাহেব বলেন, চীনি ভাষার অবিস্মরণীয় যে সাহিত্য তিনি পিছনে রেখে গেছেন তা তাকে অমর করে রাখবে। তার কলমে লেখা চীনি ভাষায় বহু বই এবং অনুবাদের এক সমুদ্র তিনি রেখে গেছেন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার থেকে আহরণ ও অনুবাদ করে তিনি মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন। তার বাগ্মীতাপূর্ণ চীনা ভাষাও নিজের মাঝে এক বিশেষ আকর্ষণ ও আবেদন রাখে। তিনি বলেন, চীনের এক মাদ্রাসায় গিয়ে আমার এই ধারণা হয়েছে, যেখানে প্রথমবার যাওয়ার পর তারা তেমন বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নি, এটি মুসলমান এলাকার একটি মাদ্রাসা। কিন্তু কিছু দিন পর পুনরায় যখন সেখানে যাই তখন সব চীনি মুসলমান এবং ইমাম গভীর ভালোবাসার সাথে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে। এ অবস্থা দেখে আমি এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করি যে, কারণ কি? প্রথমবার আমরা যখন আপনাদের কাছে এসেছি আপনাদের মাঝে তত আকর্ষণ বা ভালোবাসা দেখা যায় নি যতটা এখন দেখা যাচ্ছে। তখন এক চীনা বন্ধু বলেন, মৌলবী সাহেবকে আপনি যে সব চীনা বইপুস্তক

দিয়ে গেছেন সেগুলোর মধ্য থেকে বিশেষ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্বাচিত রচনা থেকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করে খুতবায় যখন আমাদেরকে শোনানো হয় তখন আমাদের হৃদয় অভিভূত হয়ে যায়। ইতিপূর্বে এমন অসাধারণ রচনা আমরা সারা জীবনেও শুনি নি। তাই আমরা চাই, আমাদেরকে আরো এমন বইপুস্তক এনে দিন।

তিনি আরো বলেন, চীনি সাহেবের পৈত্রিক গ্রামে যাওয়ার আমার সৌভাগ্য হয়েছে এবং তার আত্মীয়স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। তারা সকলেই উসমান চৌ সাহেবকে গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার সাথে স্মরণ করে। যারা-ই আসেন সবাই উসমান চীনি সাহেবের সাথে সুসম্পর্কের কথা বলে খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যতদিন আমি সেখানে অবস্থান করি সবাই আমার খুব যত্ন নেয়, আতিথেয়তা করে, সেবাযত্ন করে। তারা কেবল এ কারণেই এসব করেছেন কেননা উসমান চীনি সাহেবকে আমি জানি আর জামা'তে আহমদীয়ার আমি প্রতিনিধি। তিনি বলেন, উসমান চীনি সাহেবের চীনা ভাষায় অনুদিত কুরআন শরীফ খুবই সহজবোধ্য এবং সবার বোধগম্য একটি অনুবাদ যাতে চীনা ভাষার বাগ্মিতাও প্রতিফলিত হয়। তাই কুরআনের অন্যান্য অনুবাদ যদিও চীনা ভাষায় রয়েছে তবুও উসমান চৌ সাহেবের অনুবাদ সমগ্র চীনে একইভাবে জনপ্রিয় এবং সনদের মর্যাদা রাখে। চীনা ভাষার অনেক আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, তারা আমাদের বিশ্বাসের সাথে মতপার্থক্য রাখা সত্ত্বেও এই অনুবাদকে খুবই পছন্দের দৃষ্টিতে দেখে আর কুরআন বোঝার পরম আগ্রহ রাখে। তিনি বলেন, এক এলাকায় সফরকালে আমার কাছে এই অনুবাদ দেখামাত্রই এক বুযুর্গ ইমামের চোখে এক উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হয়। তার কাছে চীনি সাহেবের অনুবাদ ছিল, এটি দেখে তিনি গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন আর বার বার বলতে থাকেন যে, এই অনুবাদের সন্ধানে আমি দীর্ঘদিন ছিলাম, আপনি কি আমাকে এই কুরআন দিতে পারেন। আমরা বললাম, আমাদের কাছে এখন শুধু একটিই কপি আছে, আপনার ঠিকানা দিয়ে দিন, আমরা উসমান চীনি সাহেবের কাছ থেকে এনে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিব। এরপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বলেন, আপনি এই কুরআন করীম কিছুক্ষণের জন্য আমাকে ধার দিন, আমি এর ফটোকপি করিয়ে নিচ্ছি। প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ পৃষ্ঠা সংবলিত কুরআনের ফটোকপি করার এই আগ্রহ দেখে আমরা তাকে এই কুরআন দিয়ে দিই। এতে তিনি এতটাই আনন্দিত হন যে, বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলেন, যেন অনন্ত কোন ভাণ্ডার তিনি পেয়েছেন। ভাণ্ডার তো অবশ্যই কিন্তু তার আনন্দের আতিশয্য ছিল লক্ষণীয়।

অনুরূপভাবে তার যোগাযোগের গণ্ডিও ছিল ব্যাপক, সেই যোগাযোগের ধারা সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এমনইভাবে আরও কিছু মুবাল্লেগ যারা চীনে ছিল, তারাও লিখেছেন যে, চীনের যেখানেই আমরা যেতাম সর্বত্র চীনি সাহেবের উল্লেখ শোনা যেত। জামাতের মুরব্বী সিলসিলাহ জাফরুল্লাহ্ সাহেবও সেখানে ছিলেন,আজকাল পাকিস্তানে আছেন। তিনি বলেন, ২০০৪ সালে চীনি সাহেব যখন পাকিস্তান আসেন তখন ইসলামাবাদ থেকে রাবওয়া সফরকালে কালারকাহার এলাকায় আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আর সেই জায়গা দেখান, যেখানে তিনি জামেয়ায় অধ্যয়নকালে এসে চিল্লা করতেন। তিনি তার দোয়া গৃহীত হওয়ার একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তিনি একজনের ঘরে যান, যাদের ঘরে বিয়ের দশ বছর পর্যন্ত কোন সন্তান ছিল না, চিল্লা চলাকালে চীনি সাহেবের কাছে সন্তানের জন্য তারা দোয়ার আবেদন করেন। চীনি সাহেব দোয়া করেন আর স্বপ্নে দেখেন যে, তাদের উঠানের চারপাই-তে চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব শায়িত আছেন। তিনি এই স্বপ্ন তাদেরকে শোনান এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লা শুভ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আপনাদেরকে পুত্র সন্তান দান করবেন। সুতরাং কিছুকাল পর আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পুত্র সন্তানে ধন্য করেন। কালারকাহারে তিনি যখন এই চিল্লা করতেন তখন আমারও মনে আছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর যুগে আমরা ছোট ছিলাম। আমিও একবার গিয়েছি সেই জায়গায়, তিনি একটি কক্ষের নিচে ছোট্ট একটি জায়গায় বসেছিলেন আর হাতে কুরআন শরীফ ছিল, দোয়া করছিলেন। আমরা, শিশুরা এবং বড়রাও তাকে দোয়ার অনুরোধ করলে তিনি মুচকি হেসে উত্তর দিতেন। বড়ই স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন।

ডাক্তার নূরী সাহেবও লিখেন যে, তাকে চেকআপ করা হয়েছে ২০০৪ সনে অর্থাৎ চৌদ্দ পনের বছর পূর্বে। তখন তাঁর হৃদরোগ নিরূপণ হয়, এমন হৃদরোগ যার চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই, কেননা কেবল দোয়া এবং গুটিকতক ঔষধ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। তিনি আরো লিখেন, এমন মানুষের জীবিত থাকার সম্ভাবনা অনেক ক্ষীন হয়ে থাকে, কয়েক বছরের বেশি তারা জীবিত থাকে না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে চীনি সাহেব (ডা. সাহেব লিখেছেন যে, আমি আশ্চর্য হই, বেশ কয়েকবার তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে) অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও, দুর্বলতার লক্ষণাবলী এত স্পষ্ট ছিল, কিন্তু কখনও রোগকে তিনি তার দায়িত্ব পালনের পথে বাধ সাধতে দেন নি, সব কাজ রীতিমত অব্যাহত রেখেছেন। কখনও এমন হয়নি যে, এই রোগের কারণে তিনি কাজ করবেন না বা ইবাদতে কোন ঘাটতি হবে। বরং একজন আমাকে লিখেছেন, ভয়াবহ তুষারপাত হয়েছিল। আমাদের ধারণা ছিল যে, চীনি সাহেবের জন্য মসজিদে আসা কঠিন হবে। আজ ফজরের সময় অনেক তুষরপাত হয়েছে আর এখন বরফের কারণে হাঁটাও যাচ্ছে না। মসজিদে কেউ আসবে না, কিন্তু অন্ততপক্ষে মসজিদ তো খুলি। তিনি বলেন, বাইরে বেরিয়ে দেখি বরফের উপর পায়ের ছাপ, আর মসজিদের ভিতরে গিয়ে দেখি চীনি সাহেব মসজিদে। বরং অনেক পূর্বেই বরফের ওপর দিয়ে তিনি হেঁটে এসেছেন এবং তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন।

আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব তার সম্পর্কে যে সারাংশ লিখেছেন সেটিও ভালো এক সারাংশ, আর এটিই সত্য কথা। তিনি বলেন, তিনি অনেক বড় শূন্যতা রেখে গেছেন। অনেক উঁচুমাপের বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন, চীনি সাহেবের বিশেষত্বের কথা ভাবতে গিয়ে আমার মাথায় এটিই আসে যে, অনেক দোয়ায় অভ্যস্ত এক বুযুর্গ ছিলেন যার দোয়া গৃহীত হতো। নামাযে খুবই নিয়মিত ছিলেন, অসুস্থতা এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও মসজিদে যেতেন। খুবই নেক, মুত্তাকী এবং নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সবার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সৎ পরামর্শদাতা, খুবই সরল ও প্রকৃতি অকৃত্রিম স্বভাবের মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ ছিলেন, ভালোবাসার সাথে আতিথ্য করতেন। খুবই দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সক্রিয়ভাবে ধর্মীয় সেবায় রত থাকতেন এবং নিজের দায়িত্ব গভীর নিষ্ঠা এবং ভালোবাসার সাথে পালন করতেন। অবিরাম ধর্ম-সেবার উন্মাদনা খুবই প্রকট ছিল। আহমদীয়া খিলাফতের সত্যিকার ও বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন। সব সময় হাসি মুখে সাক্ষাৎ করতেন। এছাড়াও বহু গুণাবলী তার রয়েছে, আর এ সবই সত্য কথা যা তিনি লিখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা শ্রদ্ধেয় উসমান চীনি সাহেবের পদমর্যাদা উন্নত থেকে উন্নততর করুন, তার স্ত্রীকেও ধৈর্য এবং মনোবল দিন, তাদের হাফেয ও নাসের হন। অনুরূপভাবে তার সন্তানসন্ততিকে তার দোয়া এবং পুণ্যের উত্তরাধিকারী করুন এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দিন। নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

****

প্রথম পাতার শেষাংশ .....

এইস্থলে ইহা বুঝা উচিত নয় যে, যেই সকল লোক আমার এই ইট ও মাটির গৃহের মধ্যে বসবাস করে, মাত্র তাহারাই আমার গৃহের অন্তর্ভুক্ত বরং যে সকল লোক পূর্ণরূপে আমার অনুসরণ করে, তাহারাও আমার আধ্যাত্মিক গৃহের অন্তর্ভুক্ত। আমার অনুসরণের জন্য যাহা অনুকরণীয় তাহা এই-

তাহাদিগকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, তাহাদের এক ক্বাদের (সর্ব শক্তিমান) কাইয়্যুম (চিরস্থায়ী ও সংরক্ষণকরী) এবং খালেকুল কুল (সর্বস্রষ্টা) খোদা আছেন যিনি আপন গুণাবলীতে অনাদি, অনন্ত এবং অপরিবর্তনীয়।

তিনি কাহারাও পুত্র নহেন এবং কেহ তাঁহার পুত্র নহে। দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা, ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া এবং মৃত্যু হইতে তিনি মুক্ত। তিনি এইরূপ এক অস্তিত্ব যে, দূরে থাকিয়াও তিনি নিকটে এবং নিকটে থাকিয়াও দূরে। তিনি একক হইলেও তাঁহার জ্যোতির বিকাশ ভিন্ন। মানুষের মধ্যে যখন এক অভিনব পরিবর্তনের সৃষ্টি হয় তখন তিনি তাহার জন্য এক নূতন খোদা হইয়া যান এবং নূতন এক দীপ্তি সহকারে তাহার সঙ্গে ব্যবহার করেন। মানুষ নিজের পরিবর্তনের অনুপাতে খোদা তা'লার মধ্যে এক পরিবর্তন দেখিতে পারে; কিন্তু এমন নহে যে, খোদার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়, বরং তিনি অনাদি কাল হইতে অপরিবর্তনীয় এবং পূর্ণ কামালের অধিকারী কিন্তু মানবীয় পরিবর্তনের সময় যখন মানুষের পরিবর্তন পুণ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন খোদাও এক নতুন জ্যোতিতে তাহার নিকট প্রকাশিত হন। মানুষের প্রত্যেক উন্নতিপ্রাপ্ত অবস্থার বিকাশের সময় খোদা তা'লার শক্তিমত্তার জ্যোতিঃ এক উন্নততর আকাশে প্রকাশিত হয়। যেখানে অসাধারণ পরিবর্তনের বিকাশ ঘটে সেখানেই তিনি অসাধারণ কুদরত প্রদর্শন করেন। অলৌকিক লীলা এবং মোজেযার মূল ইহাই।

এইরূপ খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই আমাদের সেলসেলার শর্ত। তাঁহার উপর বিশ্বাস কর এবং নিজ প্রাণ, আরাম এবং তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়ের উপর তাঁহাকে প্রাধান্য দাও এবং কার্যত বীরত্বের সহিত তাঁহার পথে সত্যতা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন কর। জগদ্বাসী তাহাদের সম্পদ ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর খোদাকে প্রাধান্য দেয় না, কিন্তু তোমরা তাঁহাকে প্রাধান্য দাও যাহাতে তোমরা আকাশে তাঁহার জামাতভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পার।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৯-১১)

রিপোর্টের শেষাংশ.....

হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাতের বিভিন্ন জলসা যেমন- জলসা সীরাতুন্নাবী (সা.), মসীহ মওউদ দিবস, মুসলেহ মওউদ দিবস, খিলাফত দিবস ইত্যাদির আয়োজন একত্রে হয়ে থাকে। সমস্ত জামাত এই জলসায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া অঙ্গ সংগঠনগুলি নিজেদের অনুষ্ঠান একদিনে করে নিন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি এখানে জলসার উপস্থিতির যে সংখ্যা বলেছেন তাতে লাজনা এবং নাসেরাতদের সংখ্যা বেশি। আনসার এবং খুদ্দামদের সংখ্যা কম। এদিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

হুযুর বলেন: এই সমস্ত সমাবেশের কারণে যদি সকলে উপস্থিত হয় তবে তা এই সকল পরিবারের সংশোধনের কারণ হবে। এখানকার পরিবেশ থেকে বের করার জন্য এমন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে।

ডেনামার্কের আমীর সাহেব নিয়মিত সকলের বাড়িতে যান। এই রিপোর্ট পেশ হলে হুযুর বলেন: আমীর সাহেব নিয়মিত সকলের বাড়িতে যান। যদি কোন বাড়িতে আসতে নিষেধও করা হয় তবে ফিরে আসুন। আদেশও এটিই রয়েছে যে, সালাম করার পর উত্তর না পাওয়া গেলে ফিরে এস। আঁ-হযরত (সা.)-এর এক সাহাবী কেবল এই আদেশের উপর আমল করার জন্য বিভিন্ন বাড়িতে যেতেন, যাতে তিনি সালাম বলার পর যদি কেউ উত্তর না দেন বা প্রবেশ করতে নিষেধ করে তবে ফিরে আসেন। তাই এইভাবে সেই আদেশের উপরও আমল করা হবে।

উমুরে আমার ন্যাশনাল সেক্রেটারী নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন: বর্তমানে আমার কাছে কোন মামলা নেই। হুযুর বলেন:উমুরে আমার কাজ কেবল বিবাদের নিষ্পত্তি করা নয়। এটি তো একটি আনুষঙ্গিক কাজ।

উমুরে আমার কাজ হল মানুষের সহায়তা করা, চাকরী পেতে সাহায্য করা, বেকারদের কর্মসংস্থানের পথ বলে দেওয়া এবং তাদের পথপ্রদর্শন করা। আপনি রুলস বুক অধ্যয়ন করুন এবং এর উপর আমল করুন।

হুযুর বলেন: তরবীয়তের কাজ সক্রিয় হলে উমুরে আমা এবং চাঁদা বিভাগের কাজ সহজ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে তরবীয়ত বিভাগ সক্রিয় হলে মুরুব্বীদের কাজে সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হয়।

ন্যাশনাল তালীম সেক্রেটারীকে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন: আপনি ছাত্রদের সম্পর্কে তথ্য একত্রিত করুন। আপনার কাছে নথি থাকা উচিত। ছাত্রদের কাউন্সিলিং করুন। তাদেরকে গাইড করতে হবে যাতে ইউনিভার্সিটিতে সঠিক বিষয় নির্বাচন করতে পারে যা ভবিষ্যতে তাদের কাজে আসবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি কিছু বাইরের বিশেষজ্ঞকেও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়ে এসে তাদের মাধ্যমে ছাত্রদের কাউন্সিলিং করাতে পারেন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী সানাত ও তিজারত (কারিগরি ও বানিজ্য) কে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন: লোকেদের কাজের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করুন। যারা সুস্থ-সবল তারা কোন না কোন হাতের কাজ যেন করে। কাজ করার অভ্যাস করার চেষ্টা করা উচিত।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী মাল নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন: ২১ লক্ষ ক্রোনার আমাদের বাজেট। চাঁদা দাতাদের সংখ্যা ১৮৯জন, যাদের মধ্যে ১১২ জন চাঁদা আম দেন এবং ৭৭জন মূসী। চাঁদা আমের বাজেট ৯লক্ষ ক্রোনার আর মূসীদের চাঁদা সাড়ে সাত লক্ষ ক্রোনার। হুযুর আনোয়ার মাথাপিছু আয়ের হিসেবে চাঁদা আম এবং চাঁদা ওসীয়তের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার পর বলেন: এখানে মূসীদের আয় কম আর চাঁদা আম দানকারীদের আয় বেশি। অথচ পৃথিবীর সর্বত্র মূসীদের আয় বেশি বলে সামনে আসে এবং অন্যদের কম, কেননা, মূসীরা তাকওয়া অবলম্বন করে সঠিক হারে চাঁদা দিয়ে থাকেন। আপনারা নিজেদের তাকওয়ার মান উন্নত করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মূসীদেরকে আল ওসীয়ত পুস্তিকা থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি বের করে দিবেন এবং তাদেরকে বলবেন যে, হয় সঠিকহারে ওসিয়তের চাঁদা দিন অথবা নিজের ওসিয়ত বাতিল করিয়ে নিন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আমি এ বিষয়ে মোটেই চিন্তিত নই যে, কোথা থেকে অর্থ আসবে। খোদা তা'লা দানকারী। হ্যাঁ যে দেয় না তার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত যে আর্থিক কুরবানী এবং চাঁদা থেকে বঞ্চিত হয়ে খোদার কৃপা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আপনি নিজের ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এমন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি অনুগ্রহ হিসেবে চাঁদা দেয় তবে সে যেন না দেয়। খোদা তা'লা বলেন, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ রয়েছে যে তোমাদেরকে ঈমান আনার তৌফিক দান করেছেন এবং ঈমান হল এই যে, আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচ কর এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খরচ কর।

এডিশিনাল সেক্রেটারী মাল সাহেবকে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন: মানুষের বাড়িতে যাবেন এবং তাদের মনোযোগ আকর্ষন করবেন এবং বলবেন যে, আমার উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যে, আমি যেন মানুষকে চাঁদা এবং এর মান উন্নত করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করি। আপনি যদি সঠিকহারে চাঁদা না দেন তবে নিজের চাঁদা দানের হার সঠিক করে নিন। আমার কাজ হল চাঁদার মানকে উন্নত করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অতএব ধৈর্য্য এবং উৎসাহের সাথে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে থাকুন।

আমেলার এক সদস্য বেনামি চিঠিপত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: বেনামি চিঠির উপর কোন কাজ করা হয় না। এই কারণে আমি তা ফেরত পাঠিয়ে দিই যাতে আমীর বা অন্যান্য পদধারীরা অবগত হয় যে মানুষ এই সব চিন্তাধারা পোষণ করে। এইভাবে তাদের সংশোধনের সুযোগ থাকে। পরিবেশে মানুষদের মানসিকতা সম্পর্কে জানা যায় এবং অরাজকতা সৃষ্টিকারী মানুষদের সম্পর্কে জানা যায়।

প্রশ্নকর্তা আরও বলেন যে, আমরা যখন কোন অভিযোগ করি বা কোন অভিযোগের স্পষ্টীকরণ দিই এবং হুযুরকে চিঠি পাঠাই তখন আমরা ভয় করি যে পাছে এখানকার ব্যবস্থাপনা আমাদেরকে জামাত থেকে বের না করে দেয়।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি যুগ খলীফার উপর আপনাদের সন্দিগ্ধতা। জামাত থেকে বের হওয়া এক চরম শাস্তি। অপরের অধিকার আত্মসাৎকারীদেরকে জামাত থেকে বহিষ্কারের শাস্তি দেওয়া হয়। এর থেকে লঘু দণ্ড হল তাদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হয় না এবং তাদেরকে কোন পদ দেওয়া হয় না বা জামাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদানে নিষেধাজ্ঞা থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি জামাতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেই জানেন না। আপনি জন্মগত আহমদী আর এখন আপনার বয়স ৬৪ বছর অথচ জামাতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অনবিহিত। আপনি এও জানেন না যে যুগ কিভাবে কাজ করবে। মাথা থেকে অজ্ঞতাপূর্ণ চিন্তাধারা বের করে দিন।

হুযুর বলেন: অনেক সময় অস্থায়ী শাস্তিও দেওয়া হয়। আমি পদাধিকারীদের দৃষ্টি আকষর্ণক করেছি যে, আমাকে সঠিক রিপোর্ট পাঠাবেন এবং পূর্ণ তদন্ত করে পাঠাবেন যাতে কেউ ভুল শাস্তি না পায়। যদি কখনও এমনটি হয় যেখানে কেউ ভুল শাস্তি ভোগ করে তবে পরে কমিশনের মাধ্যমে তদন্ত করে প্রকৃত অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সব সময় স্মরণ রাখবেন, খোদার কাছে কৃপা ও করুণা ভিক্ষা করা উচিত। এক ব্যক্তি এক অপরাধে ধৃত হয়। সে অপরাধ করে নি। সে খোদাকে বলল, হে আল্লাহ! আমাকে ন্যায় বিচার দাও। আদালতে রায় ঘোষিত হল আর সে শাস্তি পেল। সে বলল আমি ন্যায় বিচার চেয়েছিলাম। খোদা উত্তর দিলেন: তোমার উচিত ছিল কৃপা ও করুণা প্রার্থনা করা। তুমি ন্যায় বিচার চেয়েছিলে তা তুমি পেয়ে গেছ। তুমি অমুক সময় অমুক পশুকে হত্যা করেছিলে তার শাস্তি তুমি পেয়ে গেছ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.)-এর কতিপয় সাহাবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছিল। এই সাহাবারা মসজিদে আসতেন। আঁ-হযরত (সা.) সেই সাহাবাদের উপর দৃষ্টিপাত করতেন। একজন সাহাবী বর্ণনা করেন যে, আমার এমন মনে হত যেন নবী করীম সা. আমাকে দেখছেন। আমি মুখ তুললেই তিনি (সা.) নিজের চেহারা ফিরিয়ে নিতেন।

হুযুর বলেন: আঁ-হযরত সা.-এর নিকট এটি সংশোধনের একটি পদ্ধতি ছিল। তিনি (সা.) স্নেহের দৃষ্টিতে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন। সংশোধন হয়ে গেলে তিনি (সা.) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

সেই সদস্যই নিবেদন করেন যে, আমি নিজের ছেলেকে পত্র লিখতে নিষেধ করেছি, একথা ভেবে যে, পাছে তার শাস্তি না হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সন্তানদের এমনভাবে বাধা দিলে তাদের মনে সন্দিগ্ধতা সৃষ্টি হবে। জামাতের ব্যবস্থাপনার থেকে দূরত্ব বাড়বে। একথা স্মরণ রাখবেন যে, কোন সিদ্ধান্ত কারো কথায় হয় না। আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন, যদি কেউ ভুল পথে সিদ্ধান্ত নিজের পক্ষে করিয়ে নেয় তবে সে নিজের পেটে আগুন ভর্তি করছে। একদিকে সে নিজের পেটে আগুন ভর্তি করছে, অপরদিকে অন্য পক্ষও যদি পিছনে চলে যায় তবে তা ঠিক নয়। এইভাবে দ্বিতীয় পক্ষও নিজেদের ক্ষতি করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এমন সিদ্ধান্ত মানুষের পাপস্খলনের কারণ হয়।

ডেনমার্কের ন্যাশনাল আমেলার সঙ্গে এই বৈঠক ১টা ২৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

১১ ই মে, ২০১৬

আজকের অনুষ্ঠান সূচিতে সুইডেনের টেলিভিশনের সাংবাদিক হেলেননা বোহাম নিলসন স্থানীয় সংবাদ পত্রিকা Skanska Dagbladat-এর প্রতিনিধি, সাউথ সুইডেনের প্রথম সারির পত্রিকা Sydsvenkan-এর প্রতিনিধি জেনস

মিকেলসেন এবং সুইডিশ ন্যাশনাল রেডিওর প্রতিনিধি আন্না বুবেখো হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মোট চার জন সাংবাদিক ও প্রতিনিধিবর্গ একে একে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

সুইডিশ টেলিভিশনের সাক্ষাতকার

সাংবাদিক: এই মসজিদ জামাতের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মসজিদের উদ্দেশ্য হল সমস্ত মোমেনীনকে ইবাদতের জন্য একত্রিত করা। কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল তার স্রষ্টার আগে অবনত হওয়া। আমাদের বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান করা একজন মুসলমান মোমিনের জন্য আবশ্যক। আর এই মসজিদটি নির্মাণের এটিই উদ্দেশ্য যে আহমদী মুসলমান ইসলামী শিক্ষা অনুসারে দিনে পাঁচ বার এখানে একত্রিত হবে এবং নিজেদের স্রষ্টার ইবাদত করবে এবং জুমার নামায পড়বে। এছাড়াও সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্যও এখানে একত্রিত হবে আর অনেক সময় এমনিই সাক্ষাতের জন্য এখানে একত্রিত হবে। ছেলে ও মেয়ে উভয়েই এখানে আসবে এবং মাল্টি পারপাস হলঘরে গেম খেলবে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে আয়োজন করবে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হল প্রকৃত স্রষ্টার ইবাদতের জন্য একত্রিত হওয়া।

সাংবাদিক: এই মসজিদ ভবনটির সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

হুযুর আনোয়ার: ভবনটির নির্মাণ শৈলী খুবই সুন্দর। আমার মতে এখানকার স্থানীয়রা এই ভবনটি পছন্দ করবে, কেননা এর নকশা খুবই সুন্দর ভঙ্গিতে ডিজাইন করা হয়েছে।

সাংবাদিক: আপনার মিশন বা লক্ষ্য কি?

হুযুর আনোয়ার: জামাত আহমদীয়া মুসলেমার উদ্দেশ্য নবী করীম (সা.) পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন। রসুলে করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেষ যুগে যখন মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে বসবে এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে সেই সময় এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হবেন এবং ইসলামের পয়গাম্বার (সা.)-এর মান্যকারী হবে এবং তাঁকে মসীহ ও মাহদী নাম ডাকা হবে। ইসলাম কি সে সম্পর্কে তিনি মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পথপ্রদর্শন করবেন, এবং সমগ্র মানবজাতিকে এক পতাকা তলে সমবেত করবেন যাতে তারা নিজেদের প্রকৃত স্রষ্টার অধিকার প্রদান করতে পারে এবং সমাজে পরস্পর প্রেম, সম্প্রীতি এবং সহিষ্ণুতা তৈরী করতে পারে।

সাংবাদিক: এখানে আমি একটি স্লোগান শুনেছি। আপনি এ বিষয়ে কিছু বলবেন কি?

হুযুর আনোয়ার: স্লোগান বলতে আপনি যদি 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'-কে বোঝাতে চাইছেন, তবে এটি হল কুরআনের শিক্ষা এবং ইসলামের নির্যাস। ইসলামের অর্থই হল শান্তি এবং নিরাপত্তা। আমাদের পরস্পরকে ভালবাসা উচিত এবং ভালবাসা ও সম্প্রীতির প্রসার ঘটানো উচিত। কুরআন করীম শিক্ষা দেয় নিজের শত্রুদের প্রতিও ন্যায়পূর্ণ আচরণ কর।

হুযুর আনোয়ার: ভালবাসা কি? ভালবাসা হল সহানুভূতি বা সমবেদনার অপর নাম। ভালবাসার কারণেই আমরা চাই না যে, কোন ব্যক্তি এমন কাজ করুক যার ফলে সে ঐশী শাস্তির প্রকোপে পড়বে। ভালবাসার এই আবেগ তাদের জন্যও, বাহ্যতঃ যারা আমাদের শত্রু। আমরা কাউকে নিজেদের শত্রু মনে করি না। ভালবাসারও অনেক পর্যায় হয়ে থাকে। নিজের সন্তানদের জন্য একধরণের ভালবাসা থাকে আর ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য এরকরম আর পিতামাতার জন্য অন্যরকম ভালবাসা থাকে। এই ভালবাসার ভিন্ন পর্যায়কে দৃষ্টিপটে রেখে আমরা পৃথিবীর সকলকে ভালবাসি এবং কারো ক্ষতি সাধন করতে চাই না। আমরা প্রত্যেকের জন্য সহানুভূতি পোষণ করি।

সাংবাদিক: সেই সমস্ত যুবকদের জন্য আপনার মতামত কি যারা এখানে মালমোতে এবং সুইডেনে আইসিস-এ যোগ দিচ্ছে?

হুযুর আনোয়ার: আইসিস কি? এটি একটি সংগঠন যা নামধারী নেতারা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে গঠন করেছে। এরা যুবক শ্রেণীকে নিজেদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকারের প্রলোভন দিচ্ছে। যেমন- তারা মারা গেলে জান্নাতে চলে যাবে, আর জীবিত থাকলে ইসলামের সেবা করছে। কিন্তু বাস্তবে এটি সঠিক নয়। যেরূপ আমি পূর্বেই বলেছি, ইসলামের পয়গম্বার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেষ যুগে মানুষ ইসলামের শিক্ষাকে ভুলে বসবে এবং তাদের হেদায়তের জন্য এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে। আমাদের বিশ্বাস, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সেই ব্যক্তি যিনি জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এমন যে কোন সংগঠন বা ব্যক্তি যারা এই সমস্ত সংগঠনে যোগ দেয় তারা উগ্রপন্থার শিক্ষা দিচ্ছে। এই কাজ সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। এরা যা কিছু করছে তা অনুচিত।

সাংবাদিক: যুবক শ্রেণীকে আইসিসে যোগদানে বিরত রাখতে আপনার জামাত কি পদক্ষেপ নিয়ে থাকে?

হুযুর আনোয়ার: জামাত আহমদীয়া ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের যুবকদের উপর আমাদের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই। আমাদের জামাতের একজনও নেই যে আইসিসে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমরা জামাতের সদস্য ও শিশুদেরকে শৈশব থেকেই শিক্ষা দিয়ে থাকি যে, তারা যেন শান্তিপ্রিয় হয় এবং তাদের সামনে ইসলামে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরি। অতএব আহমদীদের মধ্যে আপনি এমন কাউকেই খুঁজে পাবেন না। যতদূর অন্যান্য মুসলমানদের সম্পর্ক, আমরা তাদেরকে একথা অব্যশই বলি যে, এটি সরাসরি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী কাজ। কিন্তু তাদের উপর আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই। এই কারণেই আমরা সরকারকে বলে থাকি যে, এরা আপনার প্রজা, এই কারণে আপনাকে এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে বা এমন পদক্ষেপ করতে হবে যা এই সমস্ত যুবকদেরকে উগ্রবাদী সংগঠনে যোগ দিতে বাধা দিবে।

সাংবাদিক: আপনি এই বিতর্ক সম্পর্কে নিশ্চয় শুনেছেন যে, এক মুসলমান নেতা মহিলার সঙ্গে করমর্দন করতে অস্বীকার করে।

হুযুর আনোয়ার: আমার কাছে এটি কোন বড় বিষয় নয়। আমি নিজেও মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করি না। প্রত্যেক গোষ্ঠী ও জাতির নিজস্ব প্রথা ও ঐতিহ্য রয়েছে। আমরা মহিলাদের সম্মানের কারণে তাদের সঙ্গে করমর্দন করি না। আমি অনেক সময় আলতোভাবে বিনত হই যা করমর্দনের চেয়ে বেশি সম্মানের কারণ হয়। হিন্দুরা করজোড়ে নমস্কার করে। জাপানীরা অবনত হয়। অনুরূপভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন প্রথার প্রচলন রয়েছে। তাই সম্মান প্রদর্শনের জন্য করমর্দন করা জরুরী নয়। আমার মনে মহিলাদের জন্য তাদের তুলনায় অনেক বেশি সম্মান আছে যারা মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করে এবং তাদের সামনে বাহ্যতঃ সৎ বলে প্রতীত হয়।

সাংবাদিক: এর অর্থ হল আপনি যদি মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন না করেন তবে সমাজের সঙ্গে সঠিক অর্থে সমন্বিত হচ্ছেন না।

হুযুর আনোয়ার: আপনি সমন্বয়ের কি পরিভাষা নির্ধারণ করেছেন? আমি অনেক রাজনীতিককে প্রশ্ন করেছি, কিন্তু তারা সমন্বিত হওয়া সঠিক পরিভাষা বলতে পারেন নি। আমার মতে সমন্বিত হওয়ার অর্থ হল নিজের দেশকে ভালবাসা। আমাদের ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে দেশের প্রতি ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ। যদি কোন পাকিস্তানী বা আফ্রিকান হিজরত করে সুইডেনে আসে এবং এখানে এসে সুইডেনের নাগরিকত্ব অর্জন করে নেয় তবে তাকে সুইডেনকেই ভালবাসতে হবে এবং এই দেশের সঙ্গে বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে হবে। যদি এই দেশের উপর শত্রুদের পক্ষ থেকে আক্রমণ হয় তবে তাকে দেশের সেনাবাহিনীতে যোগদান করে দেশরক্ষার কাজ করতে হবে। তাকে দেশের উন্নতিতে অবদান রাখতে হবে। তাকে এই দেশের হয়ে গবেষণা করতে হবে। এই দেশের মানুষকে ভালবাসতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে এবং এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে যা সরকার ও পার্লামেন্ট দ্বারা প্রণীত হয়ে থাকে। অতএব এটিই সমন্বিত হওয়া।

হুযুর আনোয়ার: পৃথিবী এখন সংকুচিত হয়ে গেছে। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বাধীনতা রয়েছে। এই দেশে এবং অন্যান্য দেশে কেবল খৃষ্টান বা কেবল ইহুদীরাই বাস করছে না, বরং হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষও বাস করছে। তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রয়েছে। আপনি যদি বলেন যে, তাদেরকে তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যও বর্জন করতে হবে যা দেশের আইন-শৃঙ্খলায় কোন ব্যাঘাত ঘটায় না বা যার দ্বারা দেশের কোন ক্ষতি হয় না, তবে এটি ঠিক হবে না। তাদের ব্যক্তিগত পরিসরে আপনার হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তা ধর্মের বিষয়েই হোক বা তাদের প্রথা ও সংস্কৃতির বিষয়ে হোক, কেননা, তারা দেশের প্রতি বিশ্বস্ত এবং এটিই সঠিক অর্থে সমন্বয়।

সাংবাদিক: ইউরোপিয়ান মিউযিক কম্পিটিশনে কে বিজয়ী হবে?

হুযুর আনোয়ার: আমি এই ধরণের বিষয়ে আগ্রহ রাখি না।

সাংবাদিক: আপনার সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য এখানে প্রবেশ করার সময় আমাকে সিকিউরিটি চেকের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। আমি শুনেছি পাকিস্তানে আপনাদের জামাতের উপর নির্যাতন হয়। বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

হুযুর আনোয়ার: যদিও আমাদের উপর পাকিস্তানে নির্যাতন হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আহমদীদের একটি বিরাট সংখ্যা পাকিস্তানে বসবাস করে যা প্রায় কয়েক লক্ষ হবে।

পাকিস্তানে আমি একটি ভিত্তিহীন অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েক দিনের কারাবাস যাপন করেছি। কিন্তু খলীফা নির্বাচিত হওয়া পর্যন্ত আমি দেশ ত্যাগ করি নি। আমরা সেই সমস্ত অন্যায় অত্যাচার সহ্য করেছি, কেননা এর পিছনে সরকারের হাত ছিল। সেখানে আহমদীদের বিরুদ্ধে আইন তৈরী হয়েছে, যার কারণে আমরা নিজেদের ধর্মমত প্রকাশ করতে পারব না।

সুইডেনের রাজধানী স্টক হোমে ১৭ ই মে ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর ভাষণ

হুযুর আনোয়ার (আাই.) ভাষণের শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পাঠ করেন এবং এর ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সম্মানীয় অতিথিবর্গ! সর্বপ্রথমে আমি চাইছি আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক। এই শুভ মুহূর্তে সর্বপ্রথমে আমি আপনাদেরকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ স্বীকার করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

হুযুর আনোয়ার (আাই.) বলেন বর্তমান সময়ে আমরা একটি সংকটপূর্ণ কালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আমার মতে এই সময় পৃথিবীর শান্তি আমাদের সম্মূখে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। এই সংকটপূর্ণ সময়ে আমরা কিভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করব? আমার মতে সমগ্র মানবজাতিকে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের উর্দ্ধে এসে শান্তি, সম্প্রীতি, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ন্যায় মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কোন ব্যক্তির ধর্ম-বিশ্বাস, ধর্ম বা জাতিকে ভিত্তি করে তার সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করার কোন সুযোগ নেই। এই কারণে প্রশাসন এবং ধর্ম উভয়কে যাবতীয় প্রকারের বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে। স্বেচ্ছায় যে কোন ধর্মমত অবলম্বন করার স্বাধীনতা যেন প্রত্যেকেরই থাকে। কেননা, তার ধর্ম-বিশ্বাস তার ব্যক্তিগত বিষয় যার সম্পর্ক কেবল তার মন ও মস্তিষ্কের সঙ্গে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির তার ধর্মীয় শিক্ষা মেনে চলার এবং তার উপর অনুশীলন করার স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এটি সময়ে দাবি, আমাদের সকলকে সত্যতা এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার বাসনা পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলি অস্থিরতা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা এই সকল দেশগুলির প্রশাসন এবং তাদের নেতৃত্ববর্গ নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষাকে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু প্রাচ্যের অধিবাসীদেরও নিজেদেরকে এই বিপদ থেকে নিরাপদ মনে করে উচিত নয়। কেননা বর্তমান যুগে পৃথিবী সঙ্কুচিত হয়ে একটি বিশ্ব-গ্রামে পরিণত হয়েছে, এবং পৃথিবীর কোন একটি অংশের নৈরাজ্য ও অস্থিরতার প্রভাব কেবল সেই অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আমরা লক্ষ্য করছি যে, মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান অস্থিরতা দিন-প্রতিদিন বহির্বিশ্বেও প্রভাব ফেলছে। বস্তুতঃ এর প্রত্যক্ষ প্রভাব আমরা এখানে সুইডেনেও লক্ষ্য করেছি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখন দীর্ঘ যাত্রা করা অনেক সহজ হয়েছে। বিগত বছরেই কোটি সংখ্যায় না হলেও লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সিরিয়া ও ইরাক থেকে উন্নত ও নিরাপদ ভবিষ্যতের সন্ধানে এখানে প্রাচ্যের বিশ্বে পলায়ন করে এসেছে। সুইডিশ প্রশাসন এবং জনতা উদারতাবশতঃ এই দেশের জনসংখ্যার অনুপাতের দৃষ্টিতে নিজের অংশের থেকেও অনেক বেশি শরণার্থীদের স্বীকার করেছে। এত বিশাল সংখ্যায় শরণার্থীদের নিজেদের দেশের অন্তর্ভুক্ত করা আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত যথোচিত বলে প্রতীত হয় এবং প্রমাণ করে যে সুইডেন দয়ালু এবং উদার মানুষে পরিপূর্ণ একটি দেশ। আপনাদের এই উদারতা এখানে আগত শরণার্থী এবং অভিবাসীদের উপর একটি বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত করে, এবং তাদের নিকট দাবি করে যে, তারা যেন এখানে একজন শান্তিকামী নাগরিক হিসেবে বসবাস করে এবং এখানকার প্রশাসন এবং এখানকার অধিবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে।

হুযুর আনোয়া (আই.) বলেন: বস্তুত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ (সা.) আমাদেরকে এই শিক্ষায় প্রদান করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজের সঙ্গীর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না, সে খোদা তা'লার প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়। অতএব এই দেশ যে তাদেরকে এখানে থাকার এবং এখান থেকে সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অনুমতি দিয়ে তাদের উপর যে অনুগ্রহ করেছে সেটিকে সর্বদা স্মরণ রাখা এই সকল অভিবাসী এবং শরণার্থীদের একটি ধর্মীয় কর্তব্য। এই সব শরণার্থীরা শান্তির সন্ধানে নিজেদের পুরোনো জীবন ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং এখন যখন তারা শান্তি ও সুরক্ষা পেয়েছে, তখন এই দেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করা এবং এই দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা কি তাদের কর্তব্য নয়? সমস্ত শরণার্থীদের কর্তব্য হল সমাজের উপযোগী অংশে পরিণত হওয়া, এবং স্মরণ রাখবেন যে, ইসলামের নবী হযরত মহম্মদ (সা.) এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, মুসলমান হিসেবে নিজের দেশের সঙ্গে ভালবাসা ঈমানের অপরিহার্য্য অঙ্গ। অতএব যে দেশ অভিবাসীদের স্বীকার করেছে সেই দেশের সঙ্গে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখা এবং নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে সে দেশের উন্নতি ও সফলতার জন্য সহায়তা করা প্রত্যেক অভিবাসীর কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রশাসনেরও এটি দায়িত্ব যে, তারা যেন কেবল এই অভিবাসীদের পুনর্বাসনের পিছনেই লেগে না থাকে যার ফলে তাদের নিজের দেশের নাগরিকদের অধিকার উপেক্ষিত হয়। পূর্ব থেকেই এমন খবর আসছে যে, স্থানীয় বাসিন্দারা মিডিয়ার কাছে অভিযোগ করেছে যে, অভিবাসীদেরকে তাদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী একজন স্থানীয় পৌঢ়ার উপযুক্ত চিকিৎসা করা হয় নি। হাসপাতালে অবস্থান কালে তাকে সঠিক ভাবে খেতেও দেওয়া হয় নি। অথচ অভিবাসীদের খুব ভালোভাবে যত্ন নেওয়া হচ্ছে। আল্লাহই উত্তম জানেন যে এই রিপোর্টটি কতদূর সঠিক। কিন্তু যদি এই রিপোর্টে কোন সত্যতা থেকে থাকে তবে বিষয়টি উদ্বেগজনক ও ভয়াবহ। যদি অভিবাসীদেরকে ভবিষ্যতেও এমন অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে তবে ভয়াবহ পরিণাম প্রকাশ পেতে পারে। এই ধরণের ন্যায় বহির্ভূত আচরণের কারণে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ ও হতাশার সঞ্চার হবে যা খুব সহজেই অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষে রূপায়িত হতে পারে। সুইডিশ জাতির উদারতার সুখ্যাতি দীর্ঘকাল থেকেই। কিন্তু তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ তাদের আচরণে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে যার ফলে সমাজের শান্তি বিপর্যস্ত হতে পারে। তখন এই পরিবর্তন অভিবাসন এবং অখণ্ডতার ইতিবাচক প্রভাবের উপকারের পরিবর্তে ঘৃণা ও সংঘাত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি সরকারের নীতি নির্ধারকদের এই পরামর্শই দিব যে, স্থানীয় মানুষদের অধিকার সমূহ যেন কোনওভাবেই উপেক্ষিত না হয় বা তাদের উপর যেন কোন প্রকার কুপ্রভাব না পড়ে তা সুনিশ্চিত করুন। এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয় আর এটিকে অত্যন্ত সাবধানতা ও মনোযোগের সাথে দেখতে হবে। কেননা স্থানীয় মানুষদের মধ্যে যদি শরণার্থীদের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা জন্মে তবে এর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার দেখা দিতে শুরু করবে। স্থানীয় নাগরিকরা শরণার্থীদের বিরুদ্ধে হয়ে যাবে যার ফলে শরণার্থীদেরকে হয়তো সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যেতে পারে। আর হতে পারে যে, এই নিঃসঙ্গতার অনুভুতি তাদের মধ্যে কিছু মানুষকে কট্টরপন্থীদের শিকারে পরিণত হবে। আর এমনও হতে পারে যে, এমন দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়ার উদ্ভব হবে যা দেশের শান্তি ও স্থিরতাকে বিনষ্ট করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: খোদা না করুক, এমন উগ্রপন্থীরা কয়েকজনকেও যদিও কট্টরপন্থী বানিয়ে ফেলতে সক্ষম হয় তবে তা দেশের সুখ-সমৃদ্ধি এবং শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ভয়াবহ বিপদের কারণ হবে। যেরূপ আমি পূর্বেই বলেছি, একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে এবং অত্যন্ত সর্তকভাবে উগ্রপন্থার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। সরকার এই শরণার্থীদের যেখানে বসানোর চেষ্টা করছে, সেখানে তাদের কাছে এবিষয়টিও স্পষ্ট করতে হবে যে, এই সকল শরণার্থী ও অভিবাসীদের কাছে প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে, তারা যেন যথাশীঘ্র নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে। অপরদিকে স্থানীয় নাগরিকদের এও স্মরণে রাখা উচিত যে, সুইডেন মানবতার সেবার নৈতিক দায়িত্ব উপলব্ধি করে এই সকল শরণার্থীদেরকে স্বীকার করেছে। এই কারণে তাদের উচিত সেবা এবং ভালবাসার মানসে আগমণকারীদের স্বাগত জানানো। আমি পুনরায় বলব যে, এই সকল অভিবাসীদেরকে নিজেদের সমাজের সঙ্গে সমন্বিত হওয়ার উপর অনেক বেশি মনোযোগ দিন, অন্যথায় পরিস্থিতি আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যতদূর ইসলামী শিক্ষার সম্পর্ক, আমি আপনাদেরকে আরও একবার আশ্বস্ত করতে চাই যে, ইসলাম প্রত্যেকের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা এবং ভালবাসার ধর্ম। ইসলাম মুসলমানদের কাছে দাবি করে যে, তারা যেন নিজেদের দেশকে ভালবাসে, দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। এখানকার মুসলিম নেতাদের পাশ্চাত্যের এই দেশসমূহে আগত সমস্ত অভিবাসীদের এই বার্তাই দেওয়া উচিত। তাদেরকে বলা উচিত যে, এই দেশ এবং জাতির প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া তাদের আবশ্যিক কর্তব্য। তাদেরকে একথা স্মরণ করানো উচিত যে, তারা এক নতুন জীবন লাভ করেছে এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে এমন এক দেশে লালন

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 31 May, 2018 Issue No.22

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

পালন করার সুযোগ পাচ্ছে যেখানে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অরাজকতা নেই। এই জন্য এই নতুন গৃহের প্রতি সম্মান জানানো এবং এর প্রতি যত্নবান থাকা তাদের কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমি আপনাদের সামনে কয়েকটি ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরব। আমার বিশ্বাস, এই শিক্ষাগুলি স্থানীয় স্তরে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কুরআন করীমের সূরা মায়েদার ৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

তাহারা কি আল্লাহর নিকট তওবা করিবে না এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না? বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

এই আয়াতের শব্দাবলী অত্যন্ত স্পষ্ট। এতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা যেন নিজেদের শত্রুদের বিরুদ্ধেও বিদ্বেষ লালন না করে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে। বরং তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, পরিস্থিতি যাই হোক, তারা প্রত্যেক বিষয়ে ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। লক্ষ্য করুন, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটি কত অপূর্ব সুন্দর শিক্ষা। ইসলাম কেবল মুসলমানদেরকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শিক্ষা দেয় নি। বরং সেই মানও বর্ণনা করেছে যা ন্যায়ের দাবি। কুরআন করীমের সূরা নিসার ১৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ন্যায়পরায়ণতার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষী হিসেবে, যদি (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার এবং স্বজনদের বিরুদ্ধেই যায়। (যাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হইবে) যদি সে ধনী হয় অথবা দরিদ্র, তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদের উভয়েরই সর্বাধিক শুভাকাঙ্খী। সুতরাং তোমরা হীনকামনরা অনুসরণ করিও না যাহাতে তোমরা ন্যায় বিচার করিতে পার।'

অতএব ইসলাম শিক্ষা দেয় একজন মুসলমানকে সত্য ও ন্যায়ের রাজত্বের জন্য নিজের, পিতাপাতার কিম্বা নিকটাত্মীয়র বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এর থেকে উন্নত ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা হতেই পারে না, এতে সন্দেহ নেই। অতএব এই শিক্ষাই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আমি কেবল কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করলাম যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আপনারা মিডিয়ায় যেটিকে ইসলাম বলে প্রচার করছেন সেটি ইসলাম নয়। নাউযুবিল্লাহ কুরআন কোন উগ্রপন্থা প্রচারের পুস্তক নয় বরং কুরআন প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও মানবতার শিক্ষা দান করে। যদি মুসলমানরা নিজেদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার উপর অনুশীলন করত তাদের দেশে কোন গৃহযুদ্ধ ও সংঘর্ষ বাধত না আর তাদের সমস্যাগুলি অন্যান্য দেশগুলিকেও প্রভাবিত করত না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব আমরা যদি ইসলামের প্রকৃত চিত্র দেখতে চাই তবে মহানবী হযরত রসুলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর খলীফার যুগকে দেখতে হবে। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের আদর্শ প্রমাণ করে যে, ইসলাম শান্তি ও ন্যায়ের জন্য একটি প্রদীপ যা বিশ্বে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নিশ্চায়তা প্রদান করে। উদাহরণ স্বরূপ দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) -এর যুগে ইসলাম সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে যেখানে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু রোমান আক্রমণের ফলে মুসলমানরা বাধ্য হয়ে দেশ ত্যাগ করে। ইতিহাস এই ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে যে, যখন মুসলমানরা সিরিয়া থেকে চলে যাচ্ছিল তখন সেখানকার খ্রীষ্টান বাসিন্দারা তাদেরকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় জানাচ্ছিল। এবং অত্যন্ত ব্যকুল চিত্তে মুসলমানদের প্রত্যাবর্তনের জন্য দোয়া করছিল। কেননা তারা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, মুসলমান প্রশাসকগণ কিভাবে তাদের অধিকার রক্ষা করে এসেছিল। অতএব এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান যুগে মুসলমান প্রশাসন ও নেতৃবর্গ নিজেদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে বসেছে এবং তারা কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ক্ষমতা নিয়ে চিন্তিত। তাদের অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে স্থানীয়দের মধ্যে হতাশা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে উগ্রপন্থী সংগঠনগুলি এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যাইহোক এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে বৃহৎ শক্তি ও বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব হল তারা যেন সর্বদা ন্যায়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। যেখানেই কোন বিবাদের সূত্রপাত হয় সেখানে রাষ্ট্রপুঞ্জ-এর ন্যায় আন্তর্জাতিক সংগঠনকে নিরপেক্ষ ভুমিকা গ্রহণ করা উচিত। এবং তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং উভয় পক্ষের মধ্যে উদ্ভুত মতানৈক্যের অবসান ঘটানো। বস্তুতঃপক্ষে কতিপয় দেশ ও গোষ্ঠীসমূহ যদি অতীতে ন্যায়-নীতি অবলম্বন করত তবে বর্তমানে বিরাজমান অস্থিরতা পরিলক্ষিত হত না। আর এই শরণার্থী সংকটেরও মুখোমুখী হতে হত না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কুরআন করীমে সুরা মুমেনুন-এর ৯ নং আয়াতে আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী নীতির বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে- " প্রকৃত মুসলমান সেই যে নিজের অঙ্গিকার ও আমানতসমূহ রক্ষা করার প্রতি যত্নবান থাকে"। অর্থাৎ যে দায়িত্বাবলী তাদের উপর ন্যস্ত করা হয় তারা সেগুলিকে পালনের চেষ্টা করে। আমার মতে এই নীতি কেবল মুসলমানদের জন্যই নয় সমস্ত দেশ ও জাতির জন্য একটি বৈশ্বিক নীতি। দেশসমূহ ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির উপর কিছু আমানত রয়েছে। তাদের নেতৃবৃন্দের কর্তব্য হল সততা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সেই দায়িত্ব পালন করা। প্রশাসন ও রাজনীতিকদের দায়িত্ব হল জনসাধারণের সেবা করা এবং জাতির ভবিষ্যত রক্ষা করা। তারা এই দায়িত্বকে যেন কোন সাধারণ বিষয় মনে না করে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভবিষ্যত নীতির মধ্যে একটি এবং এই প্রতিষ্ঠানের মৌলিক উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যত প্রজন্মকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করা এবং পরস্পর শান্তিতে বসবাস করা এবং বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখা। তাদের নীতি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করে যে, এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল মানবজাতিকে ঐ সকল ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা করা যার ফলে বিংশ শতাব্দীতে দু'টি বিশ্ব-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অতএব এই দায়িত্বকে দৃষ্টিপটে রেখে রাষ্ট্রপুঞ্জকে নিজের মহান উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার চেষ্টা করা উচিত। এবং শান্তির গুরুত্ব অনুধাবন করার মাধ্যমে সেটিকে বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করা উচিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল এই দায়িত্বটিকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি পুনরায় বলছি যে, যদি সমস্ত পক্ষ যদি নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নেয় এবং ন্যায়-নীতি অবলম্বন করে পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি যত্নবান হয় তবে এখনও সময় আছে, যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘোর দুযোর্গ যা আমাদের শিয়রে অপেক্ষা করছে তার থেকে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলিকে আরও একবার বলতে চাই যে, আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠা সহকারে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করুন। আল্লাহ তা'লা পৃথিবীবাসীকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থাবলীকে ত্যাগ করার তৌফিক দিন। যদি আমরা এমনটি করতে অসফল হই, তবে যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পৃথিবী তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের দিকে দ্রততার সাথে ধাবিত হচ্ছে যার প্রভাব ভবিষ্যত প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। কেননা, অনেকগুলি দেশের কাছে পরমাণু বোমা আছে। এই যুদ্ধের পরিণাম আমাদের কল্পনাতীত। অতএব আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে যে, আমরা কি আমাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যত রেখে যেতে চাই, নাকি তাদেরকে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত এবং একটি বর্ণনাতীত যন্ত্রনার উত্তরাধিকারী করে যেতে চাই?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ তা'লা মানবতাকে রক্ষা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। আমরা সকলে পরস্পরকে ন্যায়, প্রজ্ঞা ও কল্যাণ পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে মিলিত হই সেই তৌফিক দান করুন। যাতে আমরা এই যোগ্যতা অর্জন করতে পারি যে, নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যত রক্ষা করতে পারি। এই বলে আমি আপনাদের কাছে অনুমতি চাইব। আপনারকে সকলকে আমন্ত্রণ রক্ষার করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ তা'লা আপনাদের সকলের উপর কৃপা করুন। অসংখ্য ধন্যবাদ।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir